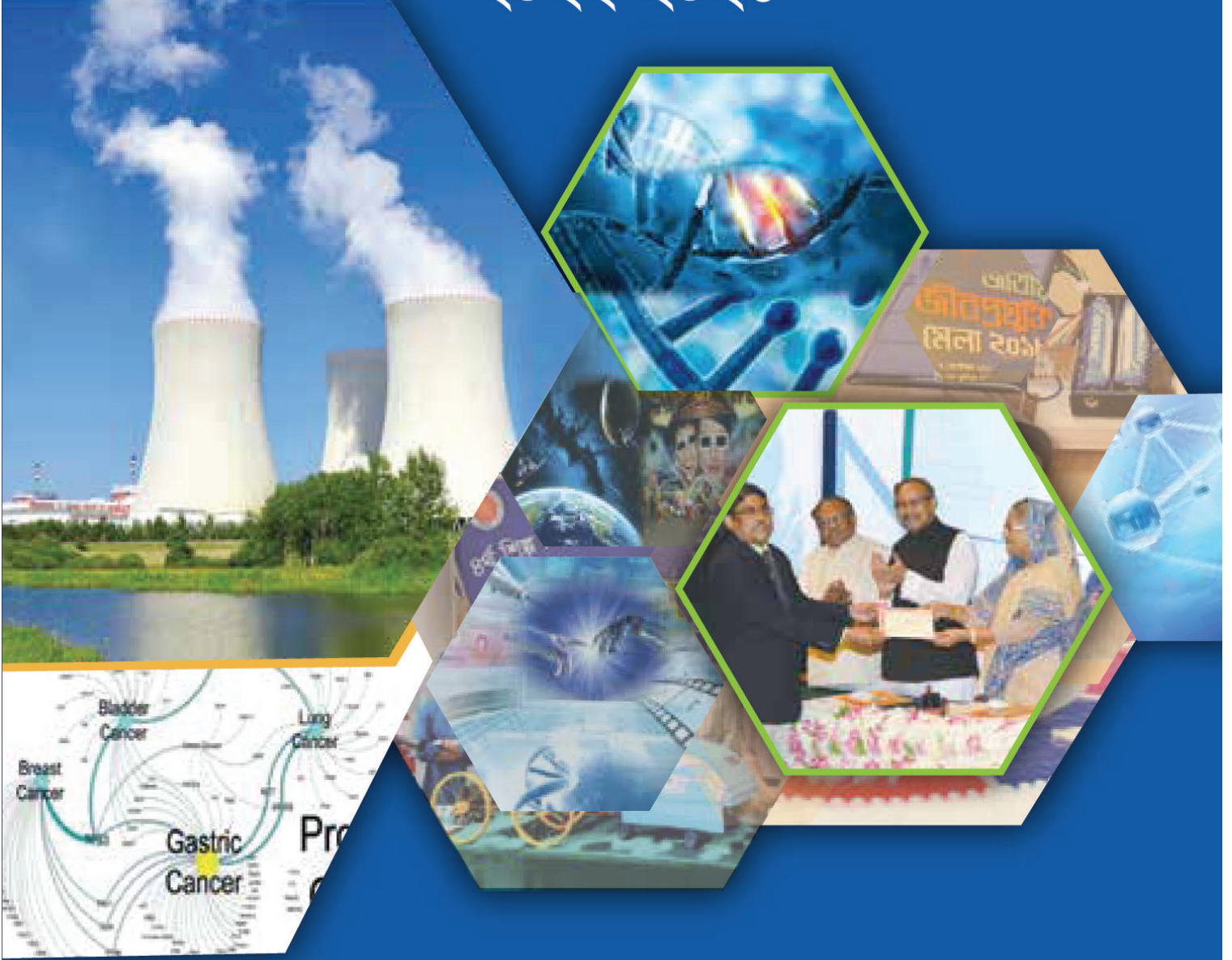


# বার্ষিক প্রতিবেদন

## ২০২২-২০২৩



বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

# বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩



বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত

## বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

প্রকাশকাল: ১২ অক্টোবর, ২০২৩

### সম্পাদনা পর্ষদ

**রেখা রাণী বালো**

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)  
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

**জনাব বিদ্যুৎ চন্দ্র আইচ**

যুগ্মসচিব  
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

**ড. মোঃ সেলিম রেজা**

উপসচিব  
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

**জনাব রতন কুমার মন্ডল**

উপসচিব  
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

**মোঃ তৌফিকুর রহমান**

সিনিয়র সহকারী সচিব  
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ: জলসিঁড়ি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং  
২৬২, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০।



মন্ত্রী  
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## প্রসঙ্গ কথা

আরেকটি সফল অর্থবছর ২০২২-২৩ অতিক্রম করল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণ করে এবং সে ঝুঁকি নিরসনের মাধ্যমে কাজের মান উন্নততর করার সফল প্রয়াস চলেছে আমাদের। আমাদের লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ। যে কাজ আমরা করি, তা মানুষের কল্যাণে কতটা মূল্য সংযোজন করতে পেরেছে সে মূল্যায়ন চলে আমাদের নিরন্তর। এসবই গ্রহীত হয়েছে এবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে। এ বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের মুখচ্ছবি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সারাজীবনের লক্ষ্য ছিল প্রত্যেক বাঙালির প্রতিটি অশ্রুবিন্দু মোচন করা। তা প্রমাণ করেছেন তিনি নিজের জীবনচর্যায়। একটি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত এবং সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন ছিল বঙ্গবন্ধুর, তা বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা পরিশ্রম করে চলেছেন অব্যাহত উদ্দমে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ উন্নয়ন অভিযাত্রার সহযোদ্ধা। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের যে লক্ষ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর, তা অর্জনে নিরলস কাজ করে চলেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন সংস্থাসমূহ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশ ও জাতির আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা প্রদান এ মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এসকল কর্মকাণ্ড দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সাথেসাথে বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান বিষয়ের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট করতে মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টা রয়েছে অব্যাহত।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাহসে-শক্তিতে-অনুপ্রেরণায় আমরা সফলতার দ্বারপ্রান্তে। অভিজাত নিউক্লিয়ার ক্লাবের গর্বিত সদস্য এখন বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক বিশ্বে মর্যাদার অনন্য উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে দেশ। পাশাপাশি জীবপ্রযুক্তি, সমুদ্রসম্পদ, কেমিক্যাল মেট্রোলজি, নিউক্লিয়ার মেডিসিন এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন এবং এর সফল প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নত বিজ্ঞানচর্চা এবং প্রযুক্তি নির্ভর দেশের সমপর্যায়ে পৌঁছতে আমরা অগ্রসর হয়েছি অনেকদূর। সাফল্যের এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিচর্চা এবং এর সর্বোচ্চ প্রয়োগিক ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুদা-দারিদ্র্যমুক্ত, বৈষম্যহীন ও জ্ঞানভিত্তিক সোনার বাংলা গড়তে সক্ষম হব - এ বিশ্বাস আমাদের।

আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।



ডুপতি ইয়াফেস ওসমান



সচিব  
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## মুখবন্ধ

বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারি কার্যক্রমের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মানদণ্ড। এ লক্ষ্যে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মপরিধি, কর্মবিন্যাস এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে লাখো শহিদের আত্মত্যাগে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ন্যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মূলত বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারের আলোকে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, বিজ্ঞানমনস্ক, প্রযুক্তি নির্ভর ও আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠন করাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য। এ প্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয় বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির উদ্ভাবন, সমুদ্রবিষয়ক জ্ঞান অর্জন ও সম্পদ আহরণ, দক্ষ মানবসম্পদ সৃজন এবং সর্বোপরি পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরমাণু চিকিৎসাসেবা প্রদানের মাধ্যমে পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করে আসছে। এ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহও তাদের নিজ নিজ কর্মপরিধি অনুসারে জনগণকে বিশেষায়িত সেবা প্রদান করে আসছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের কাছে এ সকল সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও বিকেন্দ্রীকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এ প্রতিবেদনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়সহ এর প্রশাসনাধীন সংস্থামূহের গঠনকাঠামো, কর্মপরিধি ও কর্মবিন্যাসের তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। উপরন্তু, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২০২২-২৩ অর্থবছরে আয়োজিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান; মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি; উন্নয়ন অর্জনসমূহ প্রতিবেদনটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবেদনটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে। আশা করা যায় যে, প্রতিবেদনটি একদিকে যেমন এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে, অপরদিকে কার্যক্রমসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের আত্মমূল্যায়নেরও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এ প্রতিবেদন সংকলন ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

  
মোঃ আলী হোসেন

## সূচিপত্র

### প্রথম অধ্যায়

#### মন্ত্রণালয় পরিচিতি

ক্রঃ নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১	পটভূমি	৯
২	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৯
৩	প্রধান কার্যাবলি	৯
৪	জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো	১০
৫	মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড	১২
৬	তথ্যসেবা প্রদান	১৯
৭	মানবসম্পদ উন্নয়ন	২০
৮	ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম	২১
৯	প্রশাসনামূলক সংস্থাসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	২১
১০	বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	২২
১১	মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন	২৪
১২	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৩০
১৩	এসডিজি কর্মপরিকল্পনা	৪৩
১৪	এপিএ বাস্তবায়ন	৪৫
১৫	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন	৪৯

### দ্বিতীয় অধ্যায়

#### মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

ক্রঃ নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১৬	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	৫৭
১৭	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)	৭১
১৮	বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট অব কেমিক্যাল মেজারমেন্টস	৯৯
১৯	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	১১৫
২০	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার	১৩১
২১	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি)	১৩৯
২২	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	১৫৫
২৩	বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাঙ্গডক)	১৬৭
২৪	বাংলাদেশ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট	১৯১
২৫	বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট	১৯১
২৬	নিউক্লিয়ার পাওয়ার কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (এনপিসিবিএল)	১৯৬





# প্রথম অধ্যায়

## মন্ত্রণালয় পরিচিতি

### ১.০ পটভূমি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের সূচনা হয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা ও আণবিক শক্তি বিভাগ’ নামে মার্চ ১৯৭২-এ। ডিসেম্বর ১৯৭৪-এ তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা এবং আণবিক শক্তি বিভাগ’ নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে রূপান্তরিত হয়। ডিসেম্বর ১৯৭৬-এ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অংশ হিসেবে এ বিভাগটি সরাসরি মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত হয় এবং ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা বিভাগ’ নামকরণ করা হয়। মার্চ ১৯৮৪-তে এটি পুনরায় স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হয়। আগস্ট ১৯৯৩-এ বিভাগটি ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়’ নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ে উন্নীত হয়। মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি পুনর্বিদ্যায়িত করে ২৪ মার্চ ২০০২-এ এর নামকরণ করা হয় ‘বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়’। অতঃপর ২৮ এপ্রিল ২০১১-এ বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ’ এবং ‘তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ’ নামে দু’টি পৃথক বিভাগে পুনর্গঠিত হয়। সর্বশেষ ৪ ডিসেম্বর ২০১১-এ যথাক্রমে ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়’ এবং ‘তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়’ নামে দু’টি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ অর্জন, সমন্বয়যোগ্য কর্মোদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং এর প্রশাসনাবলী বিভিন্ন সংস্থা দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

### ২.০ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উন্নয়ন, প্রচার, প্রসার এবং এসবের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নত সমৃদ্ধ জাতি গঠনে সহায়তা প্রদান এ মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিলক্ষ্য নির্ধারণ করেছে; যেমন:

- পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও পরমাণু চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা এবং দক্ষ মানবসম্পদ সৃজন ও উন্নয়ন;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন;
- সমৃদ্ধসম্পদবিষয়ক গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণার জন্য তথ্য-উপাত্ত সরবরাহে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; এবং
- বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

### ৩.০ প্রধান কার্যাবলি

বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও এর প্রশাসনাবলী সংস্থাসমূহ নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে:

- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক জাতীয় নীতিমালাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ (এনসিএসটি)-এর সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন;
- বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ফেলোশিপ প্রদান;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন সেক্টরে গবেষণা ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক অনুদান প্রদান;
- বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানাগারে যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য অনুদান প্রদান;
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষক/বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- অভিজ্ঞতা বিনিময় ও বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান অর্জনের জন্য দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের আয়োজন;

- বিভিন্ন দেশ ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন, উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন এবং পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কার্যসম্পাদন;
- দেশের নিউক্লিয়ার বিকিরণ উৎস ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদান ও তদারকিকরণ;
- পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ;
- সমুদ্রসম্পদ চিহ্নিতকরণ, আহরণ ও গবেষণা;
- কেমিক্যাল মেট্রোলজি, জীবপ্রযুক্তি, ইলেকট্রনিক্স ও অন্যান্য শিল্পবিষয়ক গবেষণা;
- দেশীয় লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার এবং এ সংক্রান্ত অবকাঠামো ও মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও বিজ্ঞান সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে প্রতিবছর 'জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ' উদযাপন;
- উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান মেলা ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড আয়োজন;
- আধুনিক জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি, পরিবেশ, চিকিৎসা ও শিল্পক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাসহ মানবকল্যাণে এর সুফল প্রয়োগ; এবং
- জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ও বিজ্ঞান সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

## ৪.০ জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে মোট অনুমোদিত পদ ১৯০টি, এর মধ্যে ১৪৪টি পূরণকৃত এবং ৪৬টি পদ শূন্য রয়েছে। একজন সচিবের অধীনে ৫ জন অতিরিক্ত সচিবের তত্ত্বাবধানে ৫টি অণুবিভাগ রয়েছে, যথা: (১) প্রশাসন অণুবিভাগ (২) পারমাণবিক বিদ্যুৎ অণুবিভাগ, (৩) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন অণুবিভাগ, (৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অণুবিভাগ এবং (৫) উন্নয়ন অণুবিভাগ।

### ৪.১ প্রশাসন অণুবিভাগ

প্রশাসন অণুবিভাগ ৮টি অধিশাখা/শাখা নিয়ে গঠিত, যথা-

অধিশাখা-১: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের প্রশাসন ও সংস্থাপন সংক্রান্ত কার্যাবলি;

অধিশাখা-২: জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলির মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, সমন্বয়সভা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

অধিশাখা-৩: মন্ত্রণালয় ও এর প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহের অনুন্নয়ন বাজেট প্রস্তুতকরণ ও অনুমোদন, অডিট নিষ্পত্তি এবং বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

শাখা-৪: মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় সরবরাহ ও সেবা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

অধিশাখা-৫: বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এবং বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট অব কেমিক্যাল মেজারমেন্টস-এর উন্নয়ন বহির্ভূত অন্যান্য সংস্থাপন, প্রশাসন, আইন ও বিধি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

অধিশাখা-৬: বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সংস্থাপন, প্রশাসন, আইন ও বিধি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

অধিশাখা-১৩: মন্ত্রণালয় ও এর প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ/ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ সভা/ সেমিনার/ ওয়ার্কসেপে মনোনয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও তথ্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি;

শাখা-২৩: মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বেতন-ভাতা, ছুটি, অডিট, পেনশন, মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি এই শাখা হতে সম্পাদন করা হয়।

### ৪.২ পারমাণবিক বিদ্যুৎ অণুবিভাগ

পারমাণবিক বিদ্যুৎ অণুবিভাগ ৪টি অধিশাখা/শাখা এবং ২টি নিউক্লিয়ার পাওয়ার উইং নিয়ে গঠিত, যথা-

অধিশাখা-১৯: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনসহ ভবিষ্যতে দেশে স্থাপিতব্য সকল পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সম্পর্কিত যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাবলি, আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (IAEA) ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও তথ্য

বিনিময়;

অধিশাখা-২০: পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সেফটি, সিকিউরিটি এবং নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট-সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি; এবং

শাখা-২১ ও ২২: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পসহ অপরাপর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পসমূহের যাবতীয় কার্যাবলি;

নিউক্লিয়ার পাওয়ার উইং, মস্কো, রাশিয়া- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য রাশান ফেডারেশন সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংস্থা/সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সার্বক্ষণিক পরামর্শ ও যোগাযোগ রক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

নিউক্লিয়ার পাওয়ার উইং, ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া- পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ কাজে IAEA-এর সদর দপ্তরের সাথে সার্বক্ষণিক পরামর্শ ও যোগাযোগ রক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি।

### ৪.৩ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন অণুবিভাগ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন অণুবিভাগ ৪টি অধিশাখা/শাখা নিয়ে গঠিত, যথা-

অধিশাখা-৭: বাংলাদেশ জাতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ কেন্দ্র (ব্যাসডক) এবং জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের সংস্থাপন, প্রশাসন, আইন ও বিধি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

অধিশাখা-১০: আইন/বিধি/প্রবিধি/নীতি/চুক্তি ইত্যাদির ওপর মতামত প্রদান, জাতিসংঘের অধীন বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ও এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক যাবতীয় দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির ওপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;

অধিশাখা-১৫: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার -এর সংস্থাপন, প্রশাসন, আইন ও বিধি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

অধিশাখা-১৮: বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সংস্থাপন, প্রশাসন, আইন ও বিধি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি।

### ৪.৪ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অণুবিভাগ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অণুবিভাগ ৫টি অধিশাখা/শাখা নিয়ে গঠিত, যথা-

অধিশাখা-৯: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য বিশেষ অনুদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;

অধিশাখা-১২: জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ কর্মসূচি এবং উদ্ভাবনমূলক গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পে অনুদান প্রদান সম্পর্কিত কার্যাবলি;

শাখা-২৪: মন্ত্রণালয় ও এর প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত কার্যাবলি;

অধিশাখা-২৫: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি-এর সংস্থাপন, প্রশাসন, আইন ও বিধি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি; এবং

অধিশাখা-৩৫: জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের সভা আহ্বান ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট-এর সংস্থাপন, প্রশাসন, আইন ও বিধি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি।

### ৪.৫ উন্নয়ন অণুবিভাগ

উন্নয়ন অণুবিভাগ ৪টি অধিশাখা/শাখা নিয়ে গঠিত, যথা-

শাখা-৮: জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি) এর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি;

শাখা-১৪: বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি;

শাখা-১৬: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার এবং বাংলাদেশ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

শাখা-১৭: বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ:-এর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি;

## ৫.০ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

### ৫.১ অনুদান ও ফেলোশিপ প্রদান কর্মসূচি

দেশে বিজ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদান এবং বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হতে ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক, বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/বিজ্ঞান ক্লাব এবং বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান করা হয়। এসব অনুদান ও ফেলোশিপ প্রদানের জন্য আবেদন আহ্বান করে জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে যোগ্য প্রার্থী/গবেষক/প্রতিষ্ঠান নির্বাচনপূর্বক ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার অনুদান ও ফেলোশিপ কর্মসূচি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হলো:

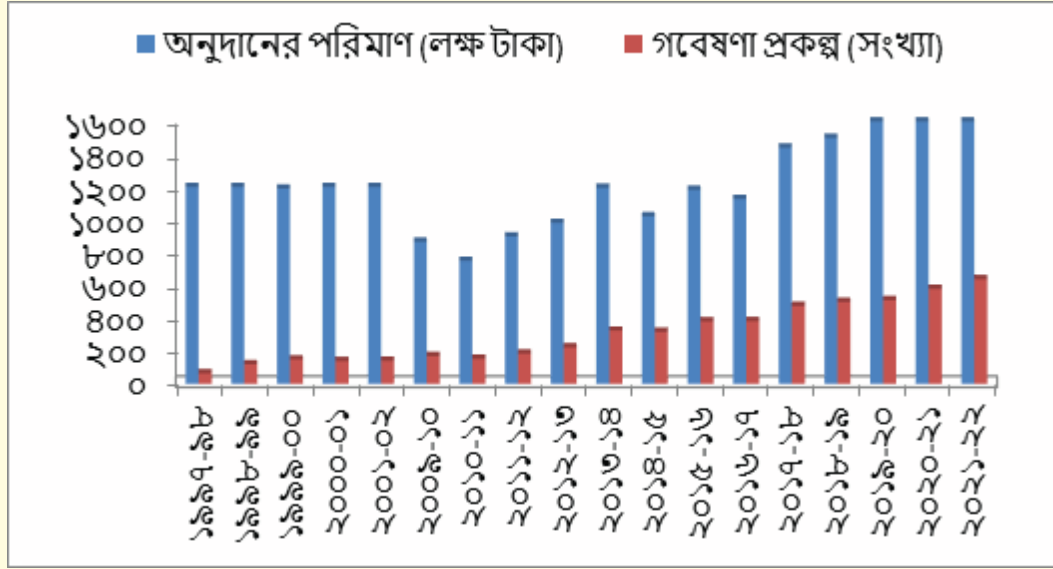
#### ৫.১.১ বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ

বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ কর্মসূচির আওতায় বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ অন সাইন্স অ্যান্ড আইসিটি প্রকল্প হতে দেশে-বিদেশে এম এস (বিদেশে) ৫০ জন, পিএইচডি (বিদেশে) ৬০ জন, পিএইচডি (দেশে) ১০০ জন এবং পিএইচডি-উত্তর (দেশে) কোর্সে ১১ জনসহ মোট ২২১ জন ফেলোকে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি গত ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ সমাপ্ত হয়েছে। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ কর্মসূচিকে স্থায়ীরূপে প্রদানের জন্য বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট আইন, ২০১৬ এর আওতায় বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। দেশে-বিদেশে এম এস (বিদেশে) ১০২ জন, পিএইচডি (বিদেশে) ২১৩ জন, পিএইচডি (দেশে) ২০৮ জন এবং পিএইচডি-উত্তর (দেশে) কোর্সে ১৬ জনসহ মোট ৫৩৯ জন ফেলোকে এ ট্রাস্টের আওতায় ফেলোশিপ প্রদান করা হয়।

#### ৫.১.২ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিশেষ অনুদান কর্মসূচি

দেশে বিজ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি গবেষণা খাত হতে গবেষণা প্রকল্পে অনুদান প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিশেষ অনুদান কর্মসূচির আওতায় ৬৮২টি প্রকল্পের বিপরীতে ১৯ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর থেকে দেশের বিজ্ঞানী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষকসহ মোট ৬১৩৩ জন গবেষককে ২৩৭ কোটি ৪৪ লাখ ৩০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে, যার বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	অর্থবছর	অনুদানের পরিমাণ (টাকা)	গবেষণা প্রকল্প (সংখ্যা)
১	১৯৯৭-১৯৯৮	১২,০০,০০,০০০	৬৫
২	১৯৯৮-১৯৯৯	১২,০০,০০,০০০	১১৯
৩	১৯৯৯-২০০০	১১,৯০,০০,০০০	১৪৯
৪	২০০০-২০০১	১২,০০,০০,০০০	১৩৯
৫	২০০১-২০০২	১২,০০,০০,০০০	১৪০
৬	২০০৯-২০১০	৮,৬৭,০০,০০০	১৭০
৭	২০১০-২০১১	৭,৪৯,০০,০০০	১৫৩
৮	২০১১-২০১২	৮,৯৮,৮০,০০০	১৮৫
৯	২০১২-২০১৩	৯,৮০,৫০,০০০	২২৩
১০	২০১৩-২০১৪	১১,৯৫,০০,০০০	৩২৪
১১	২০১৪-২০১৫	১০,২১,০০,০০০	৩১৭
১২	২০১৫-২০১৬	১১,৮২,৫০,০০০	৩৮১
১৩	২০১৬-২০১৭	১১,২৭,০০,০০০	৩৮৩
১৪	২০১৭-২০১৮	১৪,৪০,৫০,০০০	৪৭৫
১৫	২০১৮-২০১৯	১৫,০০,০০,০০০	৫০০
১৬	২০১৯-২০২০	১৬,০০,০০,০০০	৫১১
১৭	২০২০-২০২১	১৬,০০,০০,০০০	৫৭৯
১৮	২০২১-২০২২	১৬,০০,০০,০০০	৬৩৮
১৯	২০২২-২০২৩	১৯,৯৩,০০,০০০	৬৮২
মোট		২৩৭,৪৪,৩০,০০০	৬১৩৩



### ৫.১.৩ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ কর্মসূচি

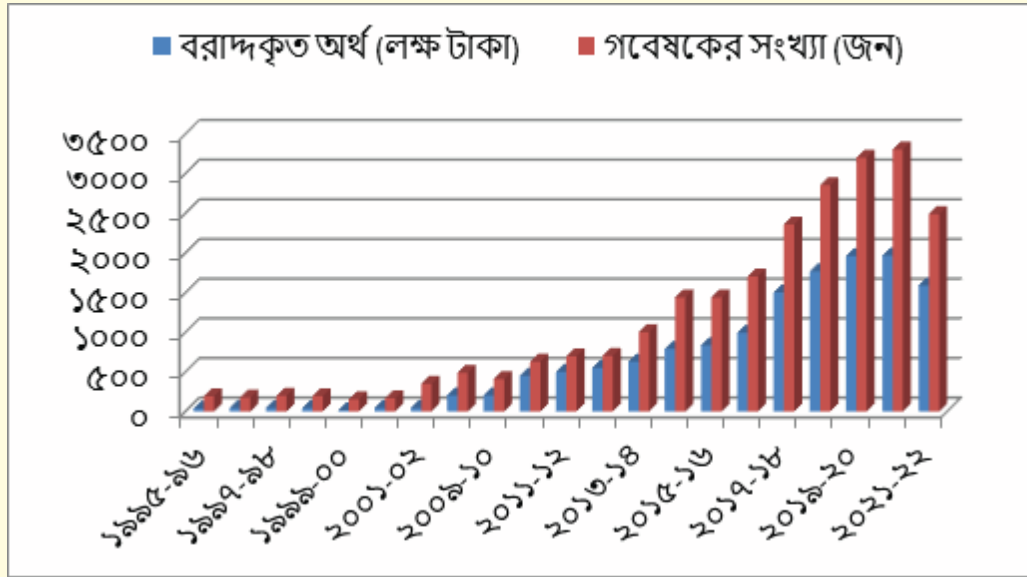
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে যথাযথ শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন স্নাতক/স্নাতকোত্তর গবেষকগণের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি; দক্ষ মানবসম্পদের অভাব দূর করার জন্য পেশাগত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের একটি পুল/সমষ্টি তৈরি; ফেলোগণকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, জরিপ/সমীক্ষা ইত্যাদিসহ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পেশায় যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ প্রদান; স্থানীয় ও লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও বিকাশ সাধন এবং দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ফেলোদের লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশের সার্বিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার; মেধার সুষ্ঠু প্রয়োগ ও বিকাশ নিশ্চিতকরণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতার অনুকূলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি তথা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে নিয়োজিত রাখার লক্ষ্যে (১) ভৌত, জৈব ও অজৈব বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও পরিবেশ বিজ্ঞান, নবায়নযোগ্য শক্তি বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ন্যানোটেকনোলজি ও লাগসই প্রযুক্তি, (২) জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং (৩) খাদ্য ও কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের অনুমোদনক্রমে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। এ ফেলোশিপ স্নাতকোত্তর কোর্সের জন্য এক বছর এবং এমফিল/পিএইচডি কোর্সের জন্য প্রাথমিকভাবে এক বছর এবং পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক গবেষণার অগ্রগতি ও মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৩ বছর পর্যন্ত প্রদান করা হয়।

প্রতি অর্থবছরে আবেদনকারী ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। পূর্ববর্তী বছরে এমফিল ও পিএইচডি কোর্সে ফেলোশিপ প্রাপ্ত ফেলোগণের নবায়নসহ ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৩৪৫২ জন ছাত্র-ছাত্রী/গবেষককে ২০ কোটি ৬৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৪০০ টাকা ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছর থেকে এ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপের আওতায় মোট ২৭০৩৬ জন গবেষককে ১৫৯ কোটি ৯০ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫৫০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে, যার বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	অর্থবছর	প্রদানকৃত অর্থ (টাকা)	গবেষকের সংখ্যা (জন)
১	১৯৯৬-১৯৯৭	৪৫,০০,০০০	১৭৫
২	১৯৯৭-১৯৯৮	৪৫,০০,০০০	১৯৭
৩	১৯৯৮-১৯৯৯	৪৫,০০,০০০	১৯৩
৪	১৯৯৯-২০০০	১৫,০০,০০০	১৫৪
৫	২০০০-২০০১	৪৫,০০,০০০	২৬৭
৬	২০০১-২০০২	৪৫,০০,০০০	৩৪৯
৭	২০০৯-২০১০	২,০২,০০,০০০	৪০৯
৮	২০১০-২০১১	৪,৫০,০০,০০০	৬২৯
৯	২০১১-২০১২	৫,০০,০০,০০০	৬৯৫
১০	২০১২-২০১৩	৫,৫০,০০,০০০	৭০০

১১	২০১৩-২০১৪	৬,২৮,২৬,০০০	১০০১
১২	২০১৪-২০১৫	৭,৯০,০০,০০০	১৪৩৮
১৩	২০১৫-২০১৬	৮,৩৩,৬৩,৩০০	১৪৩৮
১৪	২০১৬-২০১৭	৯,৯১,১৭,৪৫০	১৭০২
১৫	২০১৭-২০১৮	১৫,০০,০০,০০০	২৩৫৯
১৬	২০১৮-২০১৯	১৭,৫০,৪২,০০০	২৮৮৩
১৭	২০১৯-২০২০	১৯,৩৮,৪৪,৪০০	৩২০০
১৮	২০২০-২০২১	১৯,৬৫,০০,০০০	৩৩০৫
১৯	২০২১-২০২২	১৫,৮৮,০০,০০০	২৪৯০
২০	২০২২-২০২৩	২০,৬৩,৬৬,৪০০	৩৪৫২
মোট		১৫৯,৯০,৫৯,৫৫০	২৭,০৩৬

### জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ



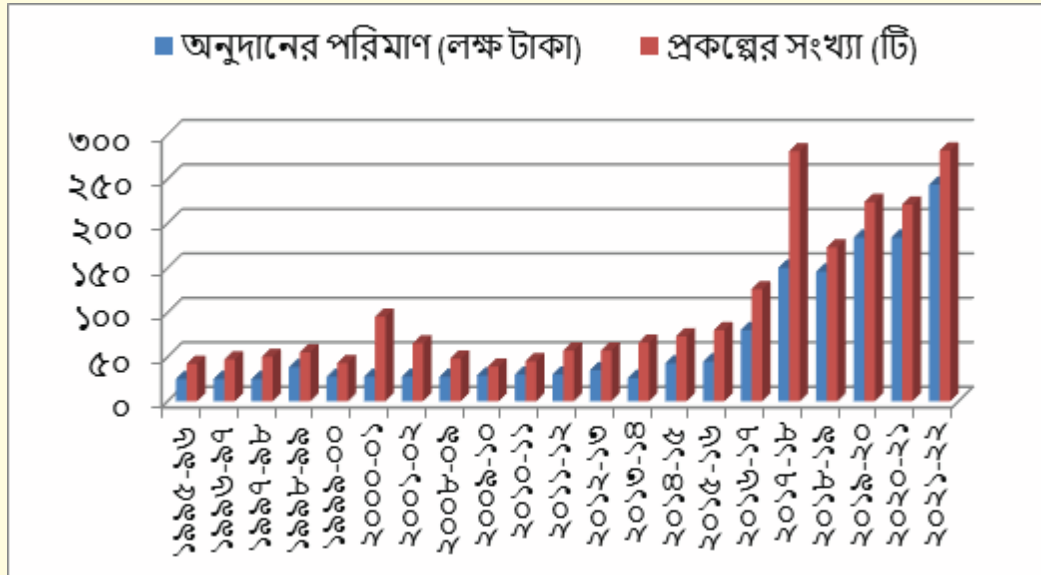
### ৫.১.৪ প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R & D) প্রকল্পে অনুদান

প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং গবেষণার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশীয় বিজ্ঞানীগণকে তাঁদের চলমান/প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পের জন্য প্রতি অর্থবছরে (ক) জীববিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও পুষ্টিবিদ্যা (খ) অ্যাপ্লাইড সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (গ) ফিজিক্যাল সাইন্স এবং (ঘ) এগ্রিকালচার ও এনভায়রনমেন্টাল সাইন্স বিষয়ে অনুদান প্রদান করা হয়। প্রাথমিকভাবে এক বছর এবং পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক ও মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে উক্ত প্রকল্প প্রস্তাবকদের প্রকল্পের মেয়াদ নবায়ন করা হয়। প্রতি অর্থবছর গবেষণা মঞ্জুরি খাতের আওতায় প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্পে অনুদান কর্মসূচি সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য প্রকল্প পরিচালকগণের সমন্বয়ে সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভার আয়োজন করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এ খাতে ৩৬৮টি প্রকল্পের অনুকূলে ২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ১৯৯৫-১৯৯৬ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত দেশীয় বিজ্ঞানীকে তাঁদের চলমান/প্রস্তাবিত গবেষণা কাজে মোট ২৫৩৭টি প্রকল্পের জন্য ১৭ কোটি ২০ লক্ষ ৩ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে, যার তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	অর্থবছর	অনুদানের পরিমাণ (টাকা)	প্রকল্পের সংখ্যা (টি)
১	১৯৯৫-১৯৯৬	২৫,০০,০০০	৪২
২	১৯৯৬-১৯৯৭	২৫,০০,০০০	৪৭
৩	১৯৯৭-১৯৯৮	২৫,০০,০০০	৫০
৪	১৯৯৮-১৯৯৯	৩৮,৩৮,০০০	৫৫

৫	১৯৯৯-২০০০	২৭,৫০,০০০	৪৩
৬	২০০০-২০০১	২৭,৫০,০০০	৯৫
৭	২০০১-২০০২	২৭,৫০,০০০	৬৫
৮	২০০৮-২০০৯	২৭,৫০,০০০	৪৮
৯	২০০৯-২০১০	২৯,০০,০০০	৩৯
১০	২০১০-২০১১	৩০,০০,০০০	৪৫
১১	২০১১-২০১২	৩০,০০,০০০	৫৭
১২	২০১২-২০১৩	৩৫,০০,০০০	৫৭
১৩	২০১৩-২০১৪	২৬,২০,০০০	৬৬
১৪	২০১৪-২০১৫	৪২,৭০,০০০	৭৩
১৫	২০১৫-২০১৬	৪৪,৫০,০০০	৮০
১৬	২০১৬-২০১৭	৮০,০০,০০০	১২৬
১৭	২০১৭-২০১৮	১,৫০,০০,০০০	২৮১
১৮	২০১৮-২০১৯	১,৪৫,৭৫,০০০	১৭৩
১৯	২০১৯-২০২০	১,৮৪,০০,০০০	২২৪
২০	২০২০-২০২১	১,৮৪,০০,০০০	২২১
২১	২০২১-২০২২	২,৪৩,৫০,০০০	২৮২
২২	২০২২-২০২৩	২,৭২,০০,০০০	৩৬৮
মোট		১৭,২০,০৩,০০০	২৫৩৭

প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পে অনুদান প্রদান



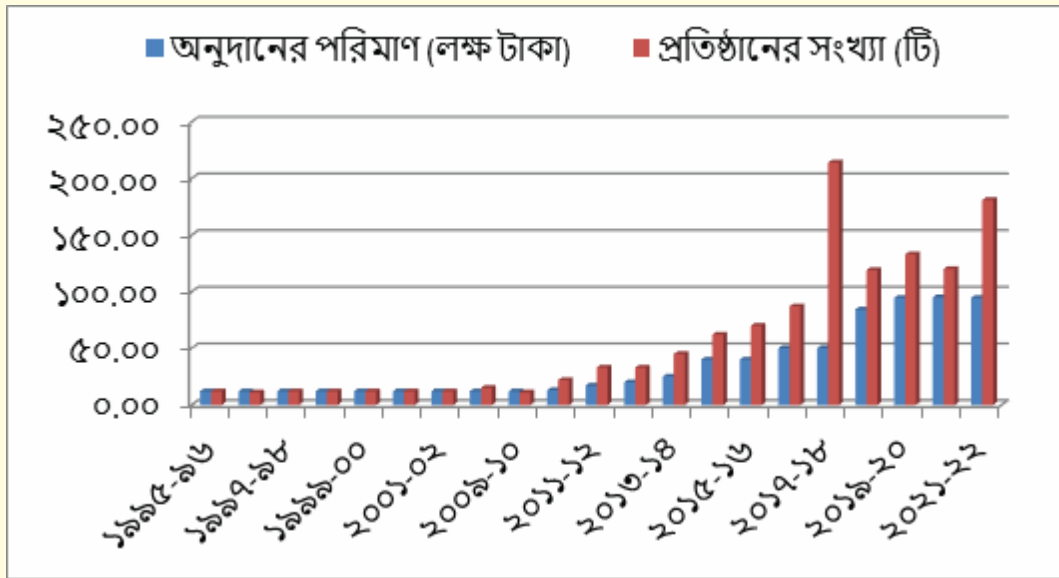
৫.১.৫ বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক অনুদান

বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কর্মশালা আয়োজন এবং গবেষণা জার্নাল/বুলেটিন প্রকাশনার লক্ষ্যে এ অনুদান কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে। এ অনুদানের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত কমিটির মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাই করে প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সর্বনিম্ন ২০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুদান প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২২৯টি বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানকে ১ কোটি ৮৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ১৯৯৬-১৯৯৭ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত মোট ১৪৩০টি বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানকে মোট ৮ কোটি ৯৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে, যার তথ্য নিম্নরূপ:



ক্রমিক নং	অর্থবছর	প্রদানকৃত অর্থ (টাকা)	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (টি)
১	১৯৯৬-১৯৯৭	১২,০০,০০০	১১
২	১৯৯৭-১৯৯৮	১২,০০,০০০	১২
৩	১৯৯৮-১৯৯৯	১২,০০,০০০	১২
৪	১৯৯৯-২০০০	১২,০০,০০০	১২
৫	২০০০-২০০১	১২,০০,০০০	১২
৬	২০০১-২০০২	১২,০০,০০০	১২
৭	২০০৯-২০১০	১২,০০,০০০	১১
৮	২০১০-২০১১	১৩,০০,০০০	২২
৯	২০১১-২০১২	১৭,০০,০০০	৩৩
১০	২০১২-২০১৩	২০,০০,০০০	৩৩
১১	২০১৩-২০১৪	২৫,০০,০০০	৪৫
১২	২০১৪-২০১৫	৪০,০০,০০০	৬২
১৩	২০১৫-২০১৬	৪০,০০,০০০	৭০
১৪	২০১৬-২০১৭	৫০,০০,০০০	৮৭
১৫	২০১৭-২০১৮	৫০,০০,০০০	২১৪
১৬	২০১৮-২০১৯	৮৪,২৫,০০০	১১৯
১৭	২০১৯-২০২০	৯৪,৫০,০০০	১৩৩
১৮	২০২০-২০২১	৯৫,০০,০০০	১২০
১৯	২০২১-২০২২	৯৪,৫০,০০০	১৮১
২০	২০২২-২০২৩	১,৮৯,৫০,০০০	২২৯
মোট		৮,৯৬,৭৫,০০০	১৪৩০

বিজ্ঞানসেবী সংস্থা/বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুদান প্রদান

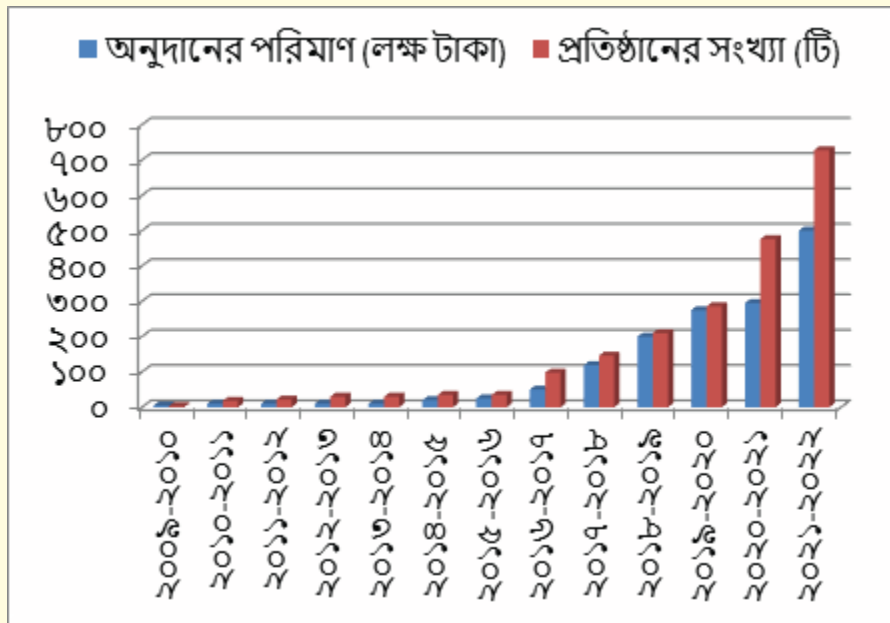


#### ৫.১.৬ বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত আর্থিক অনুদান

বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানাগারে ব্যবহার্য কেমিক্যাল/যন্ত্রপাতি ক্রয়, বিজ্ঞানবিষয়ক জার্নাল প্রকাশনা এবং সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কর্মশালা/প্রদর্শনী আয়োজনের জন্য সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুদান প্রদান করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৪৯০টি বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ২০০৯-২৩ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত ২৬০৭টি বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিজ্ঞান ক্লাবকে মোট ২০ কোটি ১৯ লক্ষ ১০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে, যার তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	অর্থবছর	প্রদানকৃত অর্থ (টাকা)	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (টি)
১	২০০৯-২০১০	৫,০০,০০০	৩
২	২০১০-২০১১	১০,০০,০০০	১৮
৩	২০১১-২০১২	১০,০০,০০০	২২
৪	২০১২-২০১৩	১০,০০,০০০	৩০
৫	২০১৩-২০১৪	১০,০০,০০০	৩০
৬	২০১৪-২০১৫	২০,০০,০০০	৩৫
৭	২০১৫-২০১৬	২৫,০০,০০০	৩৫
৮	২০১৬-২০১৭	৫০,০০,০০০	৯৮
৯	২০১৭-২০১৮	১,১৯,১০,০০০	১৪৬
১০	২০১৮-২০১৯	২,০০,০০,০০০	২১০
১১	২০১৯-২০২০	২,৭৫,০০,০০০	২৮৬
১২	২০২০-২০২১	২,৯৫,০০,০০০	৪৭৬
১৩	২০২১-২০২২	৫,০০,০০,০০০	৭২৮
১৪	২০২২-২০২৩	৪,৯০,০০,০০০	৪৯০
মোট		২০,১৯,১০,০০০	২৬০৭

### বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুদান প্রদান



## ৫.২ সেমিনার/কর্মশালা/প্রদর্শনী আয়োজন

### ৫.২.১ ফেলোশিপ প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন

গত ২ মার্চ ২০২৩ তারিখ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ, এনএসটি ফেলোশিপ এবং গবেষণা অনুদানের চেক প্রদানের জন্য অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গণভবন থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন।



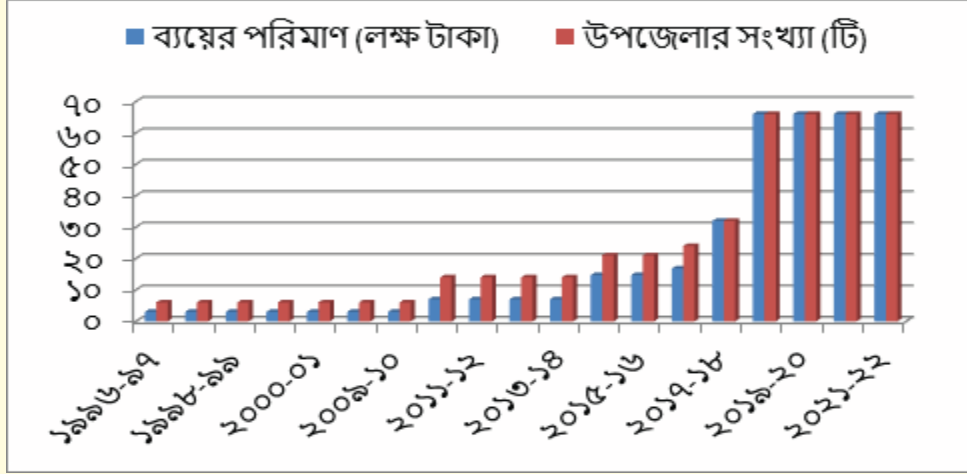
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেলোশিপের চেক প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

### ৫.২.২ দেশে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী আয়োজন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ কর্তৃক উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তি যথা উন্নতচুলা, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, সৌর ড্রায়ার প্রযুক্তি, পানি বিশুদ্ধকরণ ফিল্টার, স্বল্প ব্যয়ে দীর্ঘস্থায়ী গৃহ নির্মাণ কৌশল, স্বাস্থ্য সেবায় স্পিরিটলিনা, নিম ও অন্যান্য ঔষধি উদ্ভিদের গুণাগুণ, মলটেড উইনিং ফুড প্রযুক্তিসমূহ দেশব্যাপী সাধারণ জনগণের মধ্যে জনপ্রিয়করণের জন্য প্রত্যেক বছর দেশের বিভিন্ন উপজেলায় সেমিনার ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৮০টি উপজেলায় দেশে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে। ১৯৯৬-১৯৯৭ অর্থবছর থেকে ২০২-২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ৫৪০টি উপজেলায় বর্ণিত সেমিনার ও প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে, যার তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	অর্থবছর	ব্যয়কৃত অর্থ (টাকা)	উপজেলার সংখ্যা (টি)
১	১৯৯৬-১৯৯৭	৩,০০,০০০	৬
২	১৯৯৭-১৯৯৮	৩,০০,০০০	৬
৩	১৯৯৮-১৯৯৯	৩,০০,০০০	৬
৪	১৯৯৯-২০০০	৩,০০,০০০	৬
৫	২০০০-২০০১	৩,০০,০০০	৬
৬	২০০১-২০০২	৩,০০,০০০	৬
৭	২০০৯-২০১০	৩,০০,০০০	৬
৮	২০১০-২০১১	৭,০০,০০০	১৪
৯	২০১১-২০১২	৭,০০,০০০	১৪
১০	২০১২-২০১৩	৭,০০,০০০	১৪
১১	২০১৩-২০১৪	৭,০০,০০০	১৪
১২	২০১৪-২০১৫	১৪,৭০,০০০	২১
১৩	২০১৫-২০১৬	১৪,৭০,০০০	২১
১৪	২০১৬-২০১৭	১৬,৮০,০০০	২৪
১৫	২০১৭-২০১৮	৩২,০০,০০০	৩২
১৬	২০১৮-২০১৯	৬৬,০০,০০০	৬৬
১৭	২০১৯-২০২০	৬৬,০০,০০০	৬৬
১৮	২০২০-২০২১	৬৬,০০,০০০	৬৬
১৯	২০২১-২০২২	৬৬,০০,০০০	৬৬
২০	২০২২-২০২৩	৮০,০০,০০০	৮০
	মোট	৪,৭১,২০,০০০	৫৪০

দেশে উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী



### ৫.২.৩ মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গত ২৬ম মার্চ ২০২২ তারিখ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।



মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান

### ৫.২.৪ ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে কর্মশালা আয়োজন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গত ১৬ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।



৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে কর্মশালায় সিনিয়র সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি

## ৫.২.৫ বিশেষ গবেষণা অনুদান প্রাপ্ত প্রকল্প: ফলাফল ও প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার আয়োজন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিশেষ গবেষণা অনুদান প্রাপ্ত প্রকল্প: ফলাফল ও প্রয়োগ শীর্ষক ২টি সেমিনার আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/গবেষক, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মোট ২৪০ জন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।



বিশেষ গবেষণা অনুদান প্রাপ্ত প্রকল্প: ফলাফল ও প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনারে মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান

## ৫.২.৫ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর

২০ জুন ২০২৩ তারিখ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীন সংস্থা প্রধানগণের মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এ পিএ) স্বাক্ষরিত হয়। কেবিনেট সচিব এবং সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়-এর মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়।



বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান এবং সিনিয়র সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি

## ৬.০ তথ্যসেবা প্রদান

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আওতায় তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৫ অনুসারে বাংলাদেশের যে কোন নাগরিককে এ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হয়। তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৫ গত ডিসেম্বর ২০২১ মাসে হালনাগাদ করে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মন্ত্রণালয় হতে তথ্য প্রদানের জন্য ২টি আবেদন পাওয়া যায় এবং বিধি মোতাবেক তথ্য প্রদান করা হয়। মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনাধীন সংস্থার তথ্যসেবা প্রদান সংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো:

ক্রম	মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
১	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	নাজনীন হোসেন যুগ্মসচিব	ফোন-৮৮-০২-৫৫১০০৩৪৮ মোবাইল-০১৭১২২২৮১৭৪ ফ্যাক্স-৮৮-০২-৯৫৭৬৫৩৮ ইমেইল- jsadmin@most.gov.bd	কক্ষ নং-৯২১, ভবন নং-৬ বাংলাদেশ সচিবালয়, রমনা, ঢাকা-১০০০।
২	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	ড. মোঃ খোরশেদ আলম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পরিচালক বৈজ্ঞানিক তথ্য বিভাগ	ফোন- ৫৮১৬০৫৩৪ মোবাইল-০১৯১৪-৮৭৪৭২৮ ফ্যাক্স-০২-২২২২১৪৩৬ ইমেইল- alammk1964@yahoo.co.in	ই-১২/এ, আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
৩	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর), ঢাকা	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক জনসংযোগ কর্মকর্তা	ফোন-৮৮-০২- ৫৮৬১০৭৬৪ মোবাইল-৮৮-০১৮১৯১৩৭৫৪৫ ফ্যাক্স-৮৮-০২-৫৮৬১৩০২২ ইমেইল- pro@bcsir.gov.bd	ড. কুদরাত-এ খুদা সড়ক, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
৪	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	মোঃ আনিসুর রহমান কিউরেটর	ফোন-৮৮-০২-৫৮১৬০৬১৮ মোবাইল-০১৬৭৫-১২৫২৬০ ফ্যাক্স-৯১১৪৮৩১ ইমেইল- curator1@nmst.gov.bd	আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
৫	বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার	মোঃ মনিরুজ্জামান সিনিয়র রিপোগ্রাফিক অফিসার ব্যাপসডক, ঢাকা	ফোন-০২-৫৫০০৬৯১৬ মোবাইল-০১৭১৫৩৮২০৬৫ ফ্যাক্স-৯১৪০০৬৬ ইমেইল- mzaman1975@gmail.com	ই-১৪/ওয়াই, আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭
৬	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার	নাস্তিমা ইয়াসমীন, পরিচালক (চঃ দাঃ)	ফোন-৫৫০২৭৭৩৯ মোবাইল-০১৫৫২৪০৮৭৭১ ফ্যাক্স-৯১৩০০০৬ ইমেইল-nayeema_bsmrnovo@yahoo.com	বিজয় সরণি, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
৭	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি)	হাবিবুন নবী ফরহাদ লাইব্রেরিয়ান	ফোন-০২-৭৭৮৯২৮৯, মোবাইল-০১৭৪০৮৬৫১৯৩ ফ্যাক্স-০২-৭৭৮৯৬৩৬ ইমেইল-librarynib.info@gmail.com	গণকবাড়ি, আশুলিয়া, সাতার, ঢাকা-১৩৪৯
৮	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	জনাব মোস্তাক আহমেদ উপ-পরিচালক (উপসচিব)	ফোন-০২-৯১২৪৮৪৬ মোবাইল-০১৯২১-৬৯৯৪৭৩ ফ্যাক্স-০২-৮১৮১০১৫, ইমেইল:auddin@baera.gov.bd.com	ই-১২/এ, আগারগাঁও, ডাক বাক্স নং-২৪০, ঢাকা-১২০৭
৯	বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কক্সবাজার	মোঃ রনি আব্বাস হাওলাদার সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	ফোন-০২৩৩৪৪৬২৬১৫ মোবাইল--০১৭১৩৪১৫০৫২ ফ্যাক্স-০২৩৩৪৪৬২৬০২ ইমেইল:ad.admin@bori.gov.bd	পালং, পৈঁচারদ্বীতা কক্সবাজার
১০	বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট		ফোন-৯৬৭৭৪৮৫ মোবাইল-০১৭৭৩৫০০০০৩ ফ্যাক্স-৯৬৭৭৪৮৫ ইমেইল:dd@bstft.gov.bd	বিসিএসআইআর ক্যাম্পাস, ড. কুদরাত-এ খুদা সড়ক, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
১১	বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস্ (বিআরআইসিএম)	মোঃ মনিরুজ্জামান উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	ফোন-০২-৪৪৬১২৪৫১ মোবাইল-০১৭১৮৫৬২২৯২ ইমেইল : moniruzzaman@bricm.gov.bd	ড. কুদরাত-এ খুদা সড়ক, (ল্যাভরেটরি রোড) ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

## ৭.০ মানবসম্পদ উন্নয়ন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯, সরকারি কর্মচারি (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা ২০১৯, নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা ১৯৫৯, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল ১৯৭৯ এবং ভ্রমণ ভাতা নির্ধারণ, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮, সিটিজেন চার্চার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ইত্যাদি বিষয়ে ইন-হাউস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত ১৮৭টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মোট ৩০৯৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

## ৮.০ ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম

২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে ডিজিটাল হাজিরা, ই-ফাইলিং, ই-টেভারিং, অনলাইন প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম, Fellowship Application System সফটওয়্যার এবং মন্ত্রণালয় ও সকল সংস্থার মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালু রয়েছে। বর্ণিত ডিজিটাইজেশন সুবিধাসমূহ নিয়মিত ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া, মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহের বিভিন্ন সেবাকে একটি মাত্র অন-লাইন প্ল্যাটফর্মের আওতায় (Integrated digital service delivery platform) আনয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

## ৯.০ প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীনে ১১টি সংস্থা রয়েছে। উক্ত সংস্থাসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

### ৯.১ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার ও পারমাণবিক প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নেতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামে বিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে পরমাণু শক্তিকে ব্যবহারের জন্য তাঁর দূরদর্শী পরিকল্পনায় ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ তারিখ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার বিষয়ে গবেষণা ও সেবা প্রদানে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

### ৯.২ বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ

বিজ্ঞান গবেষণা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান কাউন্সিল অব সাইন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পূর্বাঞ্চলীয় গবেষণাগার, ঢাকা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পরে ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে, উৎসাহে ও নির্দেশে এবং স্বনামধন্য বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ খুদার নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) নতুন নামে যাত্রা শুরু করে। বিসিএসআইআর দেশে শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করে যাচ্ছে।

### ৯.৩ বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস্ (বিআরআইসিএম)

দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, বিশেষায়িত পরীক্ষণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানি সহজীকরণে সহায়তা প্রদান এবং পর্যায়ক্রমে দেশের রাসায়নিক পরিমাপসংশ্লিষ্ট গবেষণাগারসমূহের (এনালাইটিক্যাল ও ক্লিনিক্যাল) পরীক্ষণ সেবার মান আন্তর্জাতিক মানের উন্নীতকরণে সহায়তা দান প্রভৃতি লক্ষ্য নির্ধারণ করে বাংলাদেশে কেমিক্যাল মেট্রোলজি অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের আওতায় “ডেজিগনেটেড রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস্” প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১০ জুন ২০১২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাসায়নিক পরিমাপ বিষয়ে দেশের প্রথম ও একমাত্র রেফারেন্স ইনস্টিটিউট হিসেবে ডিআরআইসিএমের শুভ উদ্বোধন করেন। সেপ্টেম্বর ২০২০-এ মহান জাতীয় সংসদে “বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস্ আইন, ২০২০” পাশ হওয়ার মাধ্যমে ডিআরআইসিএম নাম পরিবর্তন করে “বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস্” নামে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীন একটি স্বতন্ত্র সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

### ৯.৪ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে বাংলাদেশের একমাত্র প্ল্যানেটারিয়াম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার

প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ১৮ মার্চ ২০১০ তারিখ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার আইন, ২০১০ মহান জাতীয় সংসদে পাস হয় এবং উক্ত আইনের আওতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষকে মহাকাশ সম্পর্কে ধারণা দান এবং বিনোদনের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে নভোথিয়েটারের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

### ৯.৫ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

২৬ এপ্রিল ১৯৬৫ তারিখ ঢাকায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০-এর মাধ্যমে এটিকে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিজ্ঞানবিষয়ক বিভিন্ন প্রদর্শনীবস্তু (এক্সিবিট) প্রদর্শন সেমিনার, বিজ্ঞান মেলা, অলিম্পিয়াড বিজ্ঞান বার্তা, কুইজ প্রতিযোগিতাসহ বিজ্ঞান ভিত্তিক নানাবিধ আয়োজন করে এ প্রতিষ্ঠানটি একটি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

### ৯.৬ বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাগডক)

ব্যাগডক বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণামূলক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ব্যাগডক আইন, ২০১০-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার মর্যাদা লাভ করে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও নিরীক্ষামূলক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রের তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, সম্পাদনা ও বিতরণ করা এ সংস্থার মুখ্য কাজ।

### ৯.৭ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি)

জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জুলাই ১৯৯৯-তে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি)-এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে এ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি আমাদের দেশে জীবপ্রযুক্তির বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনায় ন্যাশনাল রিসোর্স সেন্টার ও ন্যাশনাল ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া, জীবপ্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার পাশাপাশি দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে।

### ৯.৮ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ অনুযায়ী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশের পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণসহ সকল বিকিরণ-উৎস ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদান ও তদারকি এবং বিকিরণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানুষ, জীবজন্তু ও পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

### ৯.৯ বাংলাদেশ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ ২০১২ সালে মায়ানমার এবং ২০১৪ সালে ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ মামলায় জয়লাভ করার ফলে এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র অঞ্চল, ২০০ নটিক্যাল মাইল অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল মহীসোপানে অবস্থিত সব ধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর সার্বভৌম অধিকার লাভ করে। এ বিশাল অঞ্চলের সমুদ্রসম্পদ শনাক্তকরণ, আহরণ, সংরক্ষণ এবং এর সর্বোচ্চ বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক মানের বাংলাদেশ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি সমুদ্রবিদ্যা বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব গবেষণার পাশাপাশি অন্যান্য দেশি-বিদেশি সংস্থা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গবেষণা কাজে সহায়তা প্রদান করছে।

### ৯.১০ বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট:

উন্নত সমৃদ্ধ বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠন, বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা উন্নয়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে জাতির পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট আইন, ২০১৬ এর আওতায় বিগত ৪ মে ২০১৬ বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট গঠন করা হয়। ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে। ‘বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট কর্তৃক ফেলোশিপ প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১৮’ এর আওতায় ফেলো নির্বাচন করা হয়।

### ৯.১১ নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (এনপিসিবিএল):

পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিচালনা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বিধানসংবলিত পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র আইন,



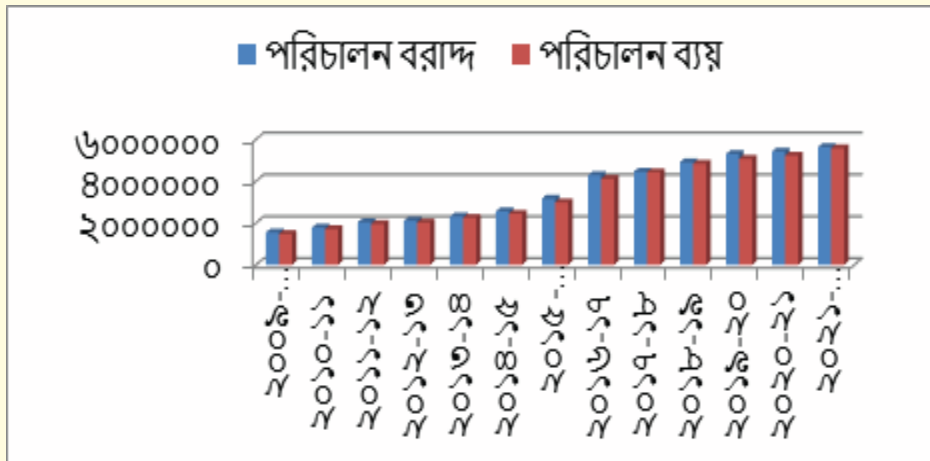
২০১৫ পাশ হয়। উক্ত আইনের আওতায় ১৮ আগস্ট ২০১৫ তারিখ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ অন্যান্য পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড গঠিত হয়েছে এবং উক্ত কোম্পানি তার কার্যক্রম শুরু করেছে।

### ১০.০ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক খাত সংস্কার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) পদ্ধতিতে বাজেট প্রণয়নের কাজ ২০০৫-২০০৬ অর্থবছর থেকে শুরু হয়েছে। এ পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সরকারের কৌশলগত উদ্দেশ্য, নীতি ও অগ্রাধিকারের সঙ্গে বাজেট বরাদ্দের যোগসূত্র স্থাপন, প্রাপ্ত সম্পদের ভিত্তিতে বাস্তবসম্মত ব্যয় পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ এবং বরাদ্দকৃত বাজেটভিত্তিক কর্মসম্পাদন। একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আধুনিকায়নের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ একটি যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের প্রত্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে পরিচালন ব্যয় খাতে ৫৫৭ কোটি ৯৪ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ১১০২২ কোটি ৪৮ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত অর্থবছরে বাজেট বাস্তবায়নের হার ৯০.১৯%। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০০৯-১০ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত প্রাপ্ত বাজেট বরাদ্দ, ব্যয় এবং বাজেট বাস্তবায়নের শতকরা হার নিম্নরূপ :

(হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থবছর	পরিচালন		উন্নয়ন		সর্বমোট		বাজেট বাস্তবায়নের হার
		বরাদ্দ	ব্যয়	বরাদ্দ	ব্যয়	মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়	
১.	২০০৯-১০	১৫৫৫০১৬	১৪৮০৩৬৩	১৩৮৫৮০০	১১২৭০৫৬	২৯৪০৮১৬	২৬০৭৪১৯	৮৮.৬৬%
২.	২০১০-১১	১৭৮৩১৬৩	১৭১০৭২৮	১০০৮৭৩৬	১০০৭২১০	২৭৯১৮৯৯	২৭১৭৯৩৮	৯৭.৩৫%
৩.	২০১১-১২	২০৪০৯৮৯	১৯৫৮৯৬৫	৯০৯০০০	৯০৭০৪১	২৯৪৯৯৮৯	২৮৬৬০০৬	৯৭.১৫%
৪.	২০১২-১৩	২১১১০৬৮	২০২৫৪০৩	১৫৬৩৫৬৯	১৫৫৯৯৮৩	৩৬৭৪৬৩৭	৩৫৮৫৩৮৬	৯৭.৫৭%
৫.	২০১৩-১৪	২৩১৭০১২	২২৫৭১৫২	৬৭০১৫০০	৬৬৬০০০০	৯০১৮৫১২	৮৯১৭১৫২	৯৮.৮৭%
৬.	২০১৪-১৫	২৫৬৫৬৬৩	২৪৪৭৩৫৯	৩৭১৯১১০০	৩৭১২৮৩৭৮	৩৯৭৫৬৭৬৩	৩৯৫৭৫৭৩৭	৯৯.৫০%
৭.	২০১৫-১৬	৩১৬৪৯৪৯	২৯৮৫৩৪১	৭৯৯৬৪০০	৭৮৬৫৬৯০	১১১৬১৩৪৯	১০৮৫১০৩১	৯৭.২২%
৮.	২০১৬-১৭	৪২৯২২৩৬	৪১১০২৯৫	৩৮১৭১১০০	৩৬৬৬৬৫৬৪	৪২৯৬৩৩৩৬	৪০৭৭৫৯৪২	৯৬.০৩%
৯.	২০১৭-১৮	৪৪৫৮৩৬৬	৪৪৩৪৪৭৬	৯২৪৬৬৮০০	৯২২৯১৩৫৭	৯৬৯২৫১৬৬	৯৬৭২৫৮৩৩	৯৯.৭৯%
১০.	২০১৮-১৯	৪৯০৮৮০০	৪৮৪২২৮৫	১১৯০০৩৭০০	১১৯০২৪০১৭	১২৩৯১২৫০০	১২৩৮৬৬৩০২	৯৯.৯৬%
১১.	২০১৯-২০	৫৩০৩৮০০	৫০৬৯৮২১	১৫৯০৮৪৭০০	১২১৫৩১১৬৯	১৬৪৩৮৮৫০০	১২৬৬০০৯৯০	৭৭%
১২.	২০২০-২১	৫৪২০৮০৩	৫২২৭৭২২	১০৯০৩৬৯০০	১১০৪৪১৬৬৭	১১৪৪৫৭৭০৩	১১৫৬৬৯৩৮৯	১০১.০৬%
১৩.	২০২১-২২	৫৬৩৫৬২৫	৫৫৮০২২৯	১৫৮৯৪১৫০০	১৪৪৮৩৮২৪১	১৬৪৫৭৭১২৫	১৫০৪১৮৪৭০	৯১.৪০%
১৪.	২০২২-২৩	৫৭৭৯৪২৯	৫৪১০১৪০	১২২৪৩২৭০০	১১০২২৪৮৮০	১২৮২১২১২৯	১১৫৬৩৫০২০	৯০.১৯%





- ১৯৯৯ সালে ২৭ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ মে ২০০০ তারিখ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

### ১১.২ ২০০৯ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অর্জন

- দুইটি ইউনিটের প্রতিটিতে ১২ মেগাওয়াট করে ২৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত বিদ্যুৎকেন্দ্রের Siting License এবং ইউনিট-১ ও ইউনিট-২ এর Design and Construction License ইস্যু করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১ম এবং ২য় ইউনিটের প্রথম কনক্রিট ঢালাই কাজ যথাক্রমে ৩০ নভেম্বর ২০১৭ এবং ১৪ জুলাই ২০১৮ তারিখ শুভ উদ্বোধন করেন;
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের ডিজাইন রিকয়ারম্যান্ট অনুযায়ী রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সকল ভবন/ফেসিলিটিজ, চারটি কুলিং টাওয়ার এবং অন্যান্য জটিল ও সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত ফেসিলিটিজ/অবকাঠামোর ভিত্তিগুলির সয়েল স্টাবিলাইজেশনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ডিজাইন রিকয়ারমেন্ট অনুযায়ী মোন্টেন কোর ক্যাচার, রিঅ্যাক্টর প্রেসারভেশেল, স্টিমজেনারেটর ইনস্টল করা হয়েছে এবং রিঅ্যাক্টর ভবন, টারবাইন ভবন ও অন্যান্য ভবন/ফেসিলিটিজ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;
- জেটি ফেসিলিটিজসমূহের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়াও, কনস্ট্রাকশন অ্যাসেম্বলি বেস-২ তে ২৫টি বিভিন্ন পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক সিস্টেমসহ মোট ৪১টি ভবন/ফেসিলিটিজ নির্মাণ করা হয়েছে। হেলথ ফিজিক্স ল্যাবরেটরি, আশ্রয়কেন্দ্র, প্রশিক্ষণকেন্দ্র, তেজস্ক্রিয় বর্জ্যব্যবস্থাপনার সুবিধা, ফেস ফুয়েল স্টোরেজ ফেসিলিটি, ডিজেল পাওয়ার স্টেশন, কনট্রোল অ্যাক্সেস এরিয়া ওয়ার্কশপ, প্রশাসনিক ভবন, প্রকৌশল ও কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা বিল্ডিং, ক্যান্টিন বিল্ডিং, ডিমিনারাইজেশন প্ল্যান্ট বিল্ডিং, চিলিং মেশিন বিল্ডিং ইত্যাদি কমন সুবিধাসমূহের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;
- জেনারেল কন্ট্রোল্টার আওতায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য জেএসসি অ্যাটমস্ট্রয়এক্সপোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত বিভিন্ন রাশান উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি তৈরির কাজ চলমান রয়েছে;
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ অন্যান্য পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (এনপিসিবিএল) গঠন করা হয়েছে;
- বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের সম্ভাব্য স্থান নির্বাচনের সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত ১৫টি স্থানের মধ্যে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ), বাংলাদেশ পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (বিএইআরএ), এবং পরিবেশ অধিদফতরের (ডিওই) নির্দেশিকা অনুসারে ৫টি সাইট: (১) নিশানবাড়ি (পূর্ব), তালতলী উপজেলা, বরগুনা; (২) কুমিরমারা ও পদ্মামৌজা, বরগুনা সদর উপজেলা, বরগুনা; (৩) নিশানবাড়ি (পশ্চিম), তালতলী উপজেলা, বরগুনা; (৪) চরমোনতাজ, রাঙ্গাবালী উপজেলা, পটুয়াখালী এবং (৫) মৌড়ুবি, রাঙ্গাবালী উপজেলা, পটুয়াখালী স্থানসমূহকে সম্ভাব্য সাইট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সিসমিক ও টেকটোনিক স্টাডিজ; ভূতাত্ত্বিক, ভূ-প্রকৌশল ও ভূ-প্রযুক্তিগত স্টাডিজ এবং হাইড্রোলজিক্যাল অ্যান্ড হাইড্রোজোলজিক্যাল স্টাডিজ-এর আলোকে তৈরিকৃত প্রাধান্যতারক্রম হতে দেখা যায় যে, ৫টি সাইটের মধ্যে নিশানবাড়ি (পূর্ব), বড়বাগী ইউনিয়ন, তালতলী উপজেলা, বরগুনা সাইটটি প্রথম স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। এ বিষয়ে গঠিত কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী অধিকতর স্ট্যাডি ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে নতুন একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে;
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য ভারত এবং রাশান ফেডারেশনের সাথে ২০টি চুক্তি/সমঝোতাস্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বিষয়ে ৩টি দেশের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
  - গত ২১ মে, ২০১০ তারিখ বাংলাদেশ সরকার এবং রাশান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতাস্মারক এবং একটি Framework Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছে;
  - ২০১০ সালে বাংলাদেশ-মরক্কো এবং ২০১২ সালে বাংলাদেশ-বেলারুশের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার বিষয়ে দুটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
  - গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ রাশান ফেডারেশন সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পাবনা জেলার রূপপুরে

২৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ সংক্রান্ত চুক্তি অনুস্বাক্ষরিত হয়েছে;

- গত ২ নভেম্বর ২০১১ তারিখ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য রাশান ফেডারেশনের সাথে একটি সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- বাংলাদেশে নিউক্লিয়ার সেক্টরে দক্ষ জনবল সৃজনের লক্ষ্যে রাশান ফেডারেশনের সাথে একটি সমঝোতাস্মারক গত ৪ জুন ২০১২ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- ২০১৩ সালে বাংলাদেশ-বেলারুশের মধ্যে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কিত একটি সমঝোতাস্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ রাশান ফেডারেশনের সহায়তায় ঢাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে একটি Nuclear Industry Information Centre স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে একটি চুক্তি উভয় সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প নির্মাণের প্রাথমিক কার্যাদির জন্য State Export Credit সংক্রান্ত একটি চুক্তি এবং প্রকল্পের মূল নির্মাণ কাজের অর্থায়নের জন্য পৃথক একটি সমঝোতাস্মারক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও রাশান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ও মিশরের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার বিষয়ে ৫ বছর মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মূল পর্বের নির্মাণ কাজ সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এবং রাশান ফেডারেশনের অ্যাটমস্ট্রয়এক্সপোর্টের মধ্যে General Contract গত ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ (১ম পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান রাশান ফেডারেশনের অ্যাটমস্ট্রয়এক্সপোর্টের সঙ্গে ৪র্থ চুক্তিটি গত ৭ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মূল পর্বের নির্মাণ কাজ সম্পাদনের জন্য রাশান ফেডারেশন সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ১১.৩৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের Intergovernmental Credit Agreement (IGCA) গত ২৬ জুলাই ২০১৬ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- গত ৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ “Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Republic of India on Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy” স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- গত ৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ “Inter-Agency Agreement between Global Centre for Nuclear Energy Partnership (GCNEP), Department of Atomic Energy, Government of India and Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC), Ministry of Science and Technology, Government of People's Republic of Bangladesh on Cooperation regarding Nuclear Power Plant Project in Bangladesh” স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- গত ৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ “Arrangement between The Atomic Energy Regulatory Board (AERB) of the Government of the Republic of India and Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority (BAERA), the Government of the People's Republic of Bangladesh for the Exchange of Technical Information and Co-operation in the Regulation of Nuclear Safety and Radiation Protection” স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- গত ৩০ আগস্ট ২০১৭ তারিখ মস্কোতে "Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Cooperation Concerning Return of Spent Nuclear Fuel from Rooppur Nuclear Power Plant to the Russian Federation" স্বাক্ষরিত হয়েছে;



Spent Nuclear Fuel রাশান ফেডারেশনে ফেরত নেয়া  
সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান

- গত ১ মার্চ ২০১৮ তারিখ মস্কোতে “Memorandum of Understanding between the State Atomic Energy Corporation “ROSATOM”, the Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of Bangladesh and the Department of Atomic Energy of the Government of India on Trilateral Cooperation on Implementation of the Rooppur Nuclear Power Plant Project in Bangladesh” শীর্ষক ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- গত ৯ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ ঢাকায় “Addendum-I to Inter Agreement between Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC) Ministry of Science and Technology Government of People’s Republic of Bangladesh and Global Centre for Nuclear Energy Partnership (GCNEP), Department of Atomic Energy, Government of India on Cooperation regarding Rooppur Nuclear Power Plant Project” স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- বাংলাদেশ ও রাশান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে “Protocol on the amendments to Agreement between the Government of the People’s Republic of Bangladesh and the Government of the Russian Federation on Cooperation Concerning the Construction of a Nuclear Power Plant on the Territory of the People’s Republic of Bangladesh, signed on November 2, 2011-এর বাংলা ও ইংরাজি ভাষনে গত ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে;



রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের Nuclear Fuel Supply Contract” স্বাক্ষর  
অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান

- গত ৬ আগস্ট ২০১৯ তারিখ ঢাকায় বাংলাদেশ ও রাশান ফেডারেশনের মধ্যে স্বাক্ষরিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা চুক্তির আওতায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের “Nuclear Fuel Supply Contract” স্বাক্ষরিত হয় এবং গত ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখ ঢাকায় বাংলাদেশ ও রাশান ফেডারেশনের মধ্যে Appendices to the Nuclear Fuel Supply Contract স্বাক্ষরিত হয়;
- গত ২৯ মে ২০২০ তারিখ ঢাকায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিরাপত্তা ও ভৌতসুরক্ষা ব্যবস্থা (PPS)’ নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত কোম্পানি Eleron-এর সাথে Nuclear Security and Physical Protection System Cell (NSPC)-এর Engineering, Procurement and Construction Contract (EPC Contract) স্বাক্ষরিত হয়;

#### ২০২০-২০২৩ জুন পর্যন্ত অর্জন সংযুক্ত করতে হবে।

- সমুদ্রসম্পদ শনাক্তকরণ, আহরণ, সংরক্ষণ এবং এর বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কক্সবাজারে বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে সমুদ্রবিষয়ক গবেষণার জন্য ৮টি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে;
- পরবর্তী অর্জন থাকলে আনতে হবে:
- ক্যান্সার রোগীদের মানসম্মত সেবা প্রদান এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মেডিক্যাল ফিজিসিস্ট ও নিউক্লিয়ার মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (রেডিওথেরাপিস্ট) তৈরির লক্ষ্যে সাভারে Nuclear Medical Physics Institute প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত ৩টি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরির মাধ্যমে ক্যান্সার চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- প্রাণিজ/মানবটিস্যু পুনর্বাসন শল্যচিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে Institute of Tissue Banking and Biomaterial Research প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে ৫টি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন প্রকার অব্যবহৃত/পরিত্যক্ত প্রাণিজ/মানবীয় টিস্যু সংগ্রহ করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিকিরণের সাহায্যে জীবাণুমুক্তকরণ ও যথাযথমান নিয়ন্ত্রণ করে পুনর্বাসন শল্যচিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল/স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়;
- বাংলাদেশে রাসায়নিক পরিমাপ বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে Bangladesh Reference Institute for Chemical Measurement প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে ৫২টি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে;
- পরবর্তী অর্জন থাকলে আনতে হবে:
- দেশের খনিজসম্পদকে নিজস্ব প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যবহার করে মাইনিং, মিনারেল প্রসেসিং ও মেটালার্জিক্যালবিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম, প্রযুক্তির উদ্ভাবন, মানোন্নয়ন, শিল্প কারখানা স্থাপন এবং কর্মসংস্থান তথা দেশ ও জাতির আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জয়পুরহাটে Institute of Mining, Mineralogy and Metallurgy স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে ৩টি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে;
- অগ্রগতি যোগ করতে হবে;
- নিউক্লিয়ার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন এবং দেশের অন্যান্য নিউক্লিয়ার ও বিকিরণ স্থাপনাসমূহের যথাযোগ্য নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে;
- অগ্রগতি যোগ করতে হবে;
- জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সৃষ্টিভাবে পরিচালনা ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিসহ জাতীয় পর্যায়ে জীবপ্রযুক্তির ইতিবাচক উন্নয়ন ও প্রয়োগের লক্ষ্যে সাভারে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
- জিনোম সিকুয়েন্সিং এর বিষয়টা আনতে হবে;
- বর্ষিত সময়ে নিম্নবর্ণিত ১৪টি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে:

- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার আইন, ২০১০
- বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যঙ্গডক) আইন, ২০১০
- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি আইন, ২০১০
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট আইন, ২০১১
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২
- বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ আইন, ২০১৩
- বাংলাদেশ ওসানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৫
- পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র আইন, ২০১৫
- বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট আইন, ২০১৬
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন আইন, ২০১৭ এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন আইন (সংশোধিত), ২০২২
- বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ আইন (সংশোধিত), ২০১৮
- বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০২০
- বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস আইন, ২০২০

## বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল

- দেশের বিভিন্ন প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন, গবেষণালব্ধ ফলাফলের বাণিজ্যিকীকরণ এবং আমদানিকৃত প্রযুক্তি গ্রহণ, আত্মীকরণ ও অভিযোজন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে ‘বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০২০’ বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় (২০২০ সনের ১৪ নং আইন) ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে প্রকাশিত হয় এবং আইনটি সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ১ নভেম্বর ২০২০ তারিখে কার্যকর করা হয়। বিদ্যমান আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) মোতাবেক ১৪ জুন ২০২১ তারিখ ‘বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল’ প্রতিষ্ঠা করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স, আগারগাঁও, ঢাকা-এ অফিস স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল-এর অনুকূলে ০১ (এক)টি ফ্লোর বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

- বাংলাদেশ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিলের প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে: প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল টেকসই জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব ও জলবায়ু পরিবর্তনসহিষ্ণু প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিদ্যার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ; প্রযুক্তি ও প্রকৌশল গবেষণার ক্ষেত্রে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদেরকে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রকৌশল শিক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণ; প্রযুক্তি ও প্রকৌশল গবেষণার প্রধান ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচালনা; বিদ্যমান প্রকৌশল গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে যুগোপযোগী বিষয়ের ওপর গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও কার্যক্রম সমন্বয়সাধনে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করবে।

নূতন কোন আইন থাকলে যোগ করতে হবে;

- মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহের ৯টি প্রবিধানমালা এবং ২টি বিধিমালা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চাকরি প্রবিধানমালা-১৯৮৫
- বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের চাকরি প্রবিধানমালা-১৯৮৯
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১১

- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১১
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১১
- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১১
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৭
- বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৭
- বাংলাদেশ সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাসডক)-এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৭
- বাংলাদেশ রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস-এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২২
- বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট তহবিল পরিচালনা বিধিমালা, ২০১৭
- পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ১৯৯৭

নতুন কোন বিষয় আছে কিনা তা আনতে হবে;

- মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহের ১১টি নীতিমালা এবং ২টি নীতিমালা বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা রয়েছে:
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি-২০১১;
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি-২০১১ (ইংরেজি);
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি-২০১১, কর্মপরিকল্পনা;
- জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতি-২০১২;
- জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতি-২০১২, কর্মপরিকল্পনা;
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ নীতিমালা-২০১৩;
- তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৫;
- বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট কর্তৃক ফেলোশিপ প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১৯ (সংশোধিত);
- বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিজ্ঞান ক্লাবসমূহকে আর্থিক অনুদান প্রদান সংক্রান্ত সাধারণ নীতিমালা-২০১৯ (সংশোধিত);
- উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠন নীতিমালা;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞান ক্লাবসমূহে আর্থিক অনুদানের সাধারণ নীতিমালা;
- প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অনুদান সংক্রান্ত সংশোধিত সাধারণ নীতিমালা;
- বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবীকে আর্থিক অনুদান প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা (সংশোধিত)।

কর্মপরিকল্পনার বিষয়টি আপটেড থাকতে হবে;

- ডিজিটাল হাজিরা, ই-ফাইলিং, ই-টেভারিং, ই-টিকেটিং, ই-লাইসেন্সিং, ই-লার্নিং, ভিডিও কনফারেন্সিং, অনলাইন প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম, Fellowship Application System, Patient Management System চালু করা হয়েছে;
- বর্ণিত সময়ে রাজস্ব খাত এবং নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডে মোট ৩,১৪৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- ১৯ হাজার ৯৭২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৬০টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে;

পরিকল্পনা শাখা থেকে যোগ করতে হবে;

- বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ কর্মসূচির আওতায় দেশে-বিদেশে এমএস, পিএইচডি এবং পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে মোট ৭০৮ জন ছাত্র/ছাত্রীকে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে;



- ২৭০৩৬ জন ফেলো/গবেষককে ১৫৯ কোটি ৯০ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫ শত ৫০ টাকা এনএসটি ফেলোশিপ এবং ৬১৩৩টি গবেষণা প্রকল্পের আওতায় ২৩৭ কোটি ৮৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা বিশেষ গবেষণা অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
- বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং কেমিক্যাল ক্রয়ের জন্য ২৬০৭টি বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মোট ২০ কোটি ১৯ লক্ষ ১০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
- দেশে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণের নিমিত্ত ৭২০টি উপজেলায় সেমিনার ও প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে;

## বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এর উল্লেখযোগ্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং সেবা কার্যক্রম

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার জাতির জনকের দীর্ঘ দিনের লালিত চিন্তাধারাকে বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিমালার অনুসরণে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের গবেষণা ও উন্নয়ন এবং সেবা কার্যক্রম; পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ কার্যক্রমসহ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের উল্লেখযোগ্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং সেবা কার্যক্রম

নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- দেশের গবেষণা সুবিধাদির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এ অর্থবছরে ৩টি প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করেছে এবং অবশিষ্ট প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- সাভারস্থ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত Nuclear Medical Physics Institute -এ ক্যান্সার চিকিৎসা ও এ সংক্রান্ত মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা।
- মানবসম্পদ উন্নয়নে ২০টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে ২৪৫ জনকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- দেশের অভ্যন্তরে ৪৪টি সেমিনার/ওয়ার্কশপের আয়োজন।
- বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ ১৭১টি প্রবন্ধ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত।
- অনার্স, এমএসসি, এমফিল, পিএইচডি অর্জনের জন্য ১০৮ জন গবেষককে গবেষণা তত্ত্বাবধানে সহায়তা প্রদান।
- পরমাণু প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৬১৫৬৮১ জন রোগীকে পরমাণু চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে ৪৬,৭৬,৯১,৯৬৩/- টাকা রাজস্ব আয়।
- পরমাণু চিকিৎসা সেবা কেন্দ্রসমূহে ৯৭৭২০টি রক্ত নমুনার ধর্ম ও গুণাগুণ বিশ্লেষণ সেবা প্রদান।
- আমদানীকৃত ও রপ্তানীযোগ্য ১৮৫৬৩টি নমুনায় তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পরীক্ষণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে ২৬১৭৮৫৪৭৫/- টাকা রাজস্ব আয়।
- পরমাণু চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য ১০৬৬টি Tc99m জেনারেটর এবং ৩৯৮৬.৯৪ জিবিকিউ I-131 সরবরাহ করে ৩৫৩২৮০০০ টাকা রাজস্ব আয়।
- গামা রেডিয়েশন ব্যবহার করে ১২১.১৯ টন খাদ্যসামগ্রী এবং ৪০৮৮ সিএফটি চিকিৎসাসামগ্রীতে বিকিরণ প্রয়োগ এবং নমুনা বিশ্লেষণ সেবা প্রদান করে ৭১৪৬১০৬/- টাকা রাজস্ব আয়।
- শল্য চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য প্রক্রিয়াজাত ৪৬৭৭টি অ্যামনিয়ন গ্রাফট এবং ১৬৮৮০ সিসি জীবাণুমুক্ত বোন গ্রাফট সরবরাহ করে ৮২০৩৬০/- টাকা রাজস্ব আয়।
- উইলসন রোগ নির্ণয়ে রোগীর প্রস্রাবের নমুনা, স্বর্ণ ও রূপের খাটিকু নির্ণয়সহ অন্যান্য নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে রাজস্ব আয় ৩,৮০,০৭৭৫/-টাকা।
- বায়ু/পানি/মাটি/খাদ্যদ্রব্য/শাকসবজি ইত্যাদি নমুনা সহ অন্যান্য পদার্থের ৫৭১৭টি নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণ সেবা প্রদান।
- দেশের বিভিন্ন পরমাণু স্থাপনায় কর্মরত ১৪৬৮৮ জন বিকিরণ কর্মীর শরীরে প্রাপ্ত বিকিরণ মাত্রা নিরূপণে টিএলডি সেবা প্রদান করা হয়।
- দেশের বিভিন্ন পরমাণু স্থাপনায় ব্যবহৃত ১৮০টি তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ যন্ত্রের ক্যালিব্রেশন সেবা প্রদান।
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মূল পর্যায়ের নির্মাণ কার্যক্রমের এ অর্থবছরে ভৌত অবকাঠামোর লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ বাস্তবায়ন।

- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের মাধ্যমে ৫১,৪২,৪২২ জন রোগীকে পরমাণু চিকিৎসাসেবা প্রদানের মাধ্যমে ৩০৩ কোটি ৫৭ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে;
- পুনর্বাসন শল্যচিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য হাসপাতাল/স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জীবাণুমুক্ত ও প্রক্রিয়াজাত ১,৫৩,৬৫৮সিসি বোন গ্রাফট ও ৬০,৯৭৭টি অ্যামনিয়ন গ্রাফট সরবরাহ করে ৭৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে;
- পরমাণু চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য ১০,৮৮৫টি Tc99m জেনারেটর এবং ১৮,৫০৫ জিবিকিউ I-131 সরবরাহ করে মোট ৯ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে;
- আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্যের ১,৮৯,২৪২টি নমুনার তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষার মাধ্যমে মোট ২২৮ কোটি ১২ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাঙ্গডক)-এর মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১,৬৬,৫১৯ পৃষ্ঠা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ২৩,৫৮,১১৭ পৃষ্ঠা তথ্য ২,৮৬,০৮৬ জন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ, শিল্পোদ্যোক্তা, পরিকল্পনাবিদ, নীতি-নির্ধারক, ছাত্র-শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সকল গবেষককে প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ২টি নিউক্লিয়ার স্থাপনার (রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র) স্থান নির্ধারণ লাইসেন্স প্রদান; ২,৯০৬টি এক্স-রে স্থাপনা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডের নতুন লাইসেন্স প্রদান; ১০,০২৬টি লাইসেন্স নবায়ন, ২,৬৮২টি আমদানি/রপ্তানি পারমিট ও এনওসি প্রদান; ১,৭৬৩টি বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তার নতুন সনদ প্রদান; ২৩৬৫টি সনদ নবায়ন এবং ২,০৮০টি এক্স-রে স্থাপনা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করা হয়েছে। বর্ণিত সেবাসমূহ প্রদান করে মোট ৭৬ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে;
- গামা রেডিয়েশন ব্যবহার করে খাদ্যে ও চিকিৎসাসামগ্রীতে বিকিরণ প্রয়োগ, রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও অন্যান্য সেবা খাত থেকে মোট ২০ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে;
- জ্বালানী সাশ্রয়ের লক্ষ্যে ৬৪টি জেলায় মোট ২৯,৬৫০টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও ২৮,০০০টি উন্নত চুলা স্থাপন করা হয়েছে;

## ২০০৯-২০২৩ সময়ে বিসিএসআইআর-এর উল্লেখযোগ্য অর্জন

- ৩৮টি এডিপি প্রকল্প এবং ৮০৮টি আর এন্ড ডি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- গবেষণাগারে ৫৪৬টি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন করা হয়েছে।
- ৮৬টি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমঝোতা-স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।
- ৭৪টি পেটেন্ট অর্জন করা হয়েছে।
- ১৬১টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তর করার জন্য ২৩২টি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।
- ১৯১৯টি গবেষণা প্রবন্ধ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।
- ৪৩৯টি ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে এবং ১৪৩২ গবেষকের থিসিস সুপারভিশন/গবেষণা সহায়তা করা হয়েছে।
- ৭১৩৩৫টি নমুনার বিশ্লেষণ সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১টি শিল্প-কারখানার সমস্যা সমাধান করা হয়েছে এবং ১৬৪ টি পরামর্শক সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- ২৩টি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করা হয়েছে।
- লিনডে বাংলাদেশ লি. কর্তৃক ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড প্রস্তুতের সময় উৎপন্ন বর্জ্য হতে রুটাইল মিনারেল/খনিজ পৃথকীকরণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- ইলেকট্রনিক বর্জ্য হতে ধাতব পদার্থ পুনর্ব্যবহার যোগ্য ও খনিজ বালু হতে মিনারেল প্রসেসিং বিষয়ে সিএসআইআরও, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া (CSIRO) এবং কোরিয়া ইন্সটিটিউট অব জিওসাইন্স এন্ড মিনারেল

রিসোর্সেস (KIGAM)-এর সাথে যৌথ গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- বিসিএসআইআর-এর সামগ্রিক গবেষণা কর্মকাণ্ডের উন্নতিকল্পে বিশ্বের সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ও সুযোগ সুবিধাসমৃদ্ধ একটি কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরি ঢাকা ক্যাম্পাসে স্থাপন করা হয়েছে। এ ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সুবিধাদি বিদ্যমান।
- প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং বিজনেস ইনকিউবেটর সুবিধার প্রদানের উৎকর্ষ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- ডেইরি কালচার ব্যাংক এবং মোবাইল মিক্স ট্যাঙ্কার স্থাপন।
- গ্র্যাভিটি সেপারেশন প্ল্যান্ট ভবন নির্মাণ, মিনারেল প্রসেসিং প্ল্যান্ট ও ড্রেজ মাইনিং কার্যক্রম সম্পন্ন।
- জিনোমিক গবেষণাগারের মাধ্যমে ২৪ জন ব্রেস্ট ক্যান্সার রোগীর হোল জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হয়েছে এবং উৎপাদিত ডাটা নিজস্ব সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- আইজিসিআরটিতে সিরামিক বর্জ্য যেমন- waste glass, waste sanitaryware ইত্যাদি, পরিত্যক্ত ডিমের খোসা, animal bone, fish bone, waste can ইত্যাদি ব্যবহার করে গ্লাস সিরামিক মেটেরিয়াল, লো-কস্ট সিরামিক টাইস, আয়রণ অক্সসাইড ইত্যাদি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।
- জিনোম গবেষণাগারে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগ/জেলা হতে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর নমুনা সংগ্রহ করে ১১০০ টি জিনোম সিকোয়েন্সিং এর কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে; ইতোমধ্যে ৭৮০ টি নমুনার জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হয়েছে। যা গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ অন শেয়ারিং অল ইনফুয়েঞ্জা ডাটা (GISAID) ও জীন ব্যাংক (NCBI) তে সাবমিট করা হয়েছে এবং তা গৃহীত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্ট নমুনাগুলোর জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- করোনা ভাইরাসের বিভিন্ন ভেরিয়েন্ট এর জিনম সিকোয়েন্সিং চলমান রয়েছে। জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর প্রাপ্ত তথ্যাদির মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) ভ্যাক্সিন আবিষ্কারে সহায়তা করবে, যা দেশ এবং অঞ্চল ভিত্তিক ভ্যাক্সিন আবিষ্কারে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।
- বিসিএসআইআর-এর অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ সিঙ্গেলিস ল্যাবরেটরি স্থাপন;
- বিসিএসআইআর এ কোভিড ডিটেকটিভ কিট উদ্ভাবন করেছে। যা বাংলাদেশ সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
- সাশ্রয়ী মূল্যে এবং কার্যকরী BCSIR-COVID Kit উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ কর্তৃক বর্ণিত সময়ে ১৩৫টি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে; ২২৯টি প্রযুক্তি বাণিজ্যিকীকরণের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে; ৫৪টি নতুন প্রযুক্তির পেটেন্ট অর্জিত হয়েছে এবং ২২টি উদ্ভাবিত প্রযুক্তির পেটেন্ট অর্জনের জন্য আবেদন করা হয়েছে;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে উপজেলা, জেলা এবং জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপন, বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞান বিষয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা এবং মিউজুবাসের মাধ্যমে দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হচ্ছে;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে ৪৯০টি উপজেলায় এবং ৯০টি ইউনিয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠন করা হয়েছে;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক জীবন সংগ্রামের ওপর ৩০ মিনিটের একটি ফিল্ম নিয়মিত প্রদর্শন করা হচ্ছে।

উপরে বর্ণিত সংখ্যাগুলি সবগুলি আপডেট করতে হবে; নতুন কোন বিষয় থাকলে যোগ করতে হবে।

৯.০ ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি (৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/সংস্থা	চলতি প্রকল্পের সংখ্যা	আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তকৃত অর্থ	৩০ জুন ২০২২-২৩ পর্যন্ত ব্যয়	বাস্তবায়ন হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	১০	১১৬০৪৮৪.০০	১০৫৮৭৪১.৬১	৯৯০০০৯.০৮	৯০.৫৪ %
২	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	১	১৩০৫০.০০	৮০৪০.০০	১৯০১.০০	১৪.৫৭ %
৩	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ	৮	১২৩০৯.০০	১১০৪৫.২০	১০৯১২.৮৭	৮৮.৬৬ %
৪	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	১	৬৪৯.০০	৫১৬.৯৩	৫০৩.০৬	৭৭.৫১ %
৫	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার	৪	১৮০৪৬.০০	১৫২৩৮.২৯	১৫০৪২.২৮	৮৩.৩৬ %
৬	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি	৩	১৬০২২.০০	১৩৬১৮.৬৬	১৩৬১৮.৬০	৮৫.০০ %
৭	পারমাণবিক নিরাপত্তা ও ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা সেল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	১	১৭০১.০০	১৭০১.০০	১৬৬৫.৬২	৯৭.৯২ %
৮	বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট	১	১৪৬৬.০০	১০৬০.০০	৩০১.৪২	২০.৫৬ %
৯	বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড	১	৬০০.০০	৩৪৯.১৮	৩৪৬.১১	৫৭.৬৯ %
	২০২২-২৩ অর্থবছরের মোট	৩০	১২২৪৩২৭.০০	১১১০৩১০.৮৭	১১০২২৪৮.৮০	৯০.০৩ %

২০২২-২৩ অর্থবছরে “রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১১১৩৯১৫.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯১.১৩%। অন্যান্য ২৯টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১১০৪১২.০০ লক্ষ টাকা এবং অগ্রগতি ৭৮.৯২%।

**২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের প্রতিবেদন**

২০২২-২৩ অর্থবছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ৩০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। যার মধ্যে সব-কয়টি বিনিয়োগ প্রকল্প। চলমান এ প্রকল্পসমূহের জন্য চলতি অর্থবছরের আরএডিপিতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১২২৪৩২৭.০০ লক্ষ টাকা। এ বরাদ্দের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের অন্যতম বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ রয়েছে ১১১৩৯১৫.০০ লক্ষ টাকা। এছাড়া, বিগত অর্থবছরের এডিপিতে সবুজপাতায় অন্তর্ভুক্ত আরো ১৪টি বরাদ্দহীন নতুন অননুমোদিত প্রকল্প ছিল। নিম্নে চলমান ৩০টি প্রকল্পের তথ্য দেয়া হলো:

(লক্ষ টাকায়)

**(ক) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন:**

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন মেয়াদ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	প্রাক্কালিত ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ
১	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ (জুলাই, ২০১৬ হইতে ডিসেম্বর, ২০২৫)	১। প্রতি ইউনিটে 1200MWe ক্ষমতা সম্পন্ন VVER-1200 (AES-2006) পাওয়ার রিঅ্যাক্টর বিশিষ্ট দুই ইউনিটের (সর্বমোট 2400MWe) রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ। ২। রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ কার্য সম্পাদনকল্পে সরবরাহ ও সেবা নিশ্চিতকরণ, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম প্রস্তুত ও প্রকল্প এলাকায় সরবরাহ, ইন্সপেকশন, ইন্সটলেশন, কমিশনিং, টেস্টিং ও তদসংশ্লিষ্ট কার্যসম্পাদন। ৩। ওয়াকিং ডকুমেন্টেশন, সেফটি এনালাইসিস রিপোর্ট, কমিশনিং এবং অপারেশন ডকুমেন্টেশন, অপারেশন ও মেইন্টেন্যান্স ম্যানুয়াল এবং নিয়মাবলী প্রস্তুতকরণ। ৪। ডিজাইন, কন্সট্রাকশন এবং অপারেশন লাইসেন্স সংগ্রহ করার জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ডকুমেন্ট ও লাইসেন্স ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান প্রস্তুতকরণ।	১১৩০৯২৯১.২৮	১১১৩৯১৫.০০

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন মেয়াদ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	প্রাক্কালিত ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ
		<p>৫। মূল কন্সট্রাকশন ও কমিশনিং কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও সেবা এবং সহায়ক কার্যসম্পাদনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ভৌত কাঠামো নির্মাণ।</p> <p>৬। রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের অপারেশন ও মেইন্টেন্যান্স কার্য সমূহ নিরাপদ ও স্বাধীনভাবে পরিচালনার জন্য যোগ্য ও দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান।</p> <p>৭। রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের অপারেটিং অর্গানাইজেশন হিসেবে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানী বাংলাদেশ লিমিটেড এর জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো প্রতিষ্ঠাকরণ।</p> <p>৮। রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের ফিজিক্যাল প্রোটেকশন, ইমার্জেন্সি প্রিপেয়ার্ডনেস অ্যাড রেসপন্স টুটোর, পাবলিক কমিউনিকেশন সিস্টেম, ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং পাবলিক ইনফর্মেশন/এডুকেশন সিস্টেম এর জন্য পয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ।</p> <p>৯। পারমাণবিক শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং পারমাণবিক শক্তির নিরাপদ ব্যবহারে সহায়তা প্রদান।</p> <p>১০। দেশের ক্রমবর্ধমান বেইজ লোডের জন্য কার্বন মুক্ত বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।</p>		
২	দেশের ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) স্থাপন (জুলাই ২০১৭ হইতে জুন ২০২৩)	<p>১। পরমাণু প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাইরয়েড, কিডনি, লিভার ও বোন ক্যান্সার প্রভৃতি রোগের ডায়াগনসিস ও চিকিৎসা প্রদান;</p> <p>২। গরীব ও সাধারণ মানুষকে স্বল্পমূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির পরমাণু চিকিৎসা প্রদান; এবং</p> <p>৩। পরমাণু চিকিৎসা সেবা সম্বন্ধসংক্রান্ত মধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।</p>	৬০৪৩০.০০	২৫৩৫২.০০
৩	রেডিওথেরাপি, ডায়াগনস্টিক রেডিওলজি ও নিউট্রন ক্রমাংকন ও মান নিয়ন্ত্রণের সুবিধাদি স্থাপন (জুলাই ২০১৮ হইতে জুন ২০২৩)	<p>১। ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত সরকারী/ বেসরকারী হাসপাতাল সমূহের রেডিওথেরাপির ডোজমাত্রা পরিমাপন ও মান নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত ইলেকট্রোমিটার ও আয়োনাইজেশন চেম্বার ক্রমাংকন (Calibration) ও প্রমিতিকরণ (Standardization) সেবা প্রদানের সুবিধা স্থাপন।</p> <p>২। রোগ নির্ণয়ে ডায়াগনস্টিক রেডিওলজি যেমনঃ এক্স-রে, সিটি-স্ক্যান, মেমোগ্রাফি ইত্যাদির ক্রমাংকন (Calibration) ও মান নিয়ন্ত্রণ সেবা প্রদানের সুবিধা স্থাপন।</p> <p>৩। পরমাণু গবেষণা চুল্লী (Research Reactor) ও বিভিন্ন নিউট্রন স্থাপনাতে কর্মরত বিকিরণ কর্মীদের বিকিরণ নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত বিকিরণ পরিমাপক যন্ত্রপাতির ক্রমাংকন (Calibration) ও মান নিয়ন্ত্রণ সেবা প্রদানের সুবিধা স্থাপন।</p> <p>৪। রেডিওথেরাপী, ডায়াগনস্টিক রেডিওলজি ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণে গবেষণা ও উন্নয়ন।</p>	৪৮৫৭.১১	১০০৮.০০
৪	ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স এর গবেষণাগার সুবিধা উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন। (জুলাই ২০১৮ হইতে ডিসেম্বর, ২০২২)	<p>১। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা এবং পরিমাণ বৃদ্ধি করা</p> <p>২। গবেষণাগারে উদ্ভাবিত এবং উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান এবং পরিমাণ বৃদ্ধি এবং শিক্ষা কার্যক্রমের সুবিধাদির উন্নয়ন।</p>	৩৫৫৩.৭০	৪৭০.০০
৫	ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে সাইক্লোট্রন ও পেট-সিটি এবং ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিকেল ফিজিক্স (আইএনএমপি), সাভারে সাইক্লোট্রন সুবিধাদি স্থাপন। (জুলাই ২০১৮ হইতে জুন ২০২৫)	<p>১। পরমাণু প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্যান্সার রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদান,</p> <p>২। বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ ও একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দক্ষ নিউক্লিয়ার অনকোলজিস্ট, মেডিকেল ফিজিসিস্ট ও নিউক্লিয়ার মেডিকেল টেকনোলজিস্ট তৈরি;</p> <p>৩। চিকিৎসা ক্ষেত্র এবং বিবিধ গবেষণায় ব্যবহৃত রেডিওআইসোটোপ উৎপাদনের জন্য সাইক্লোট্রন সুবিধাদি স্থাপন;</p> <p>৪। পরমাণু প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাইরয়েড, কিডনি, লিভার, বোন ক্যান্সারসহ বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা এবং এতদসংশ্লিষ্ট গবেষণার কাজ করা;</p> <p>৫। পরমাণু চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা।</p>	৭০৩০০.০০	১০৯০৯.০০

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন মেয়াদ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	প্রাক্কালিত ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ
৬	সাভারস্থ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ৩ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন গবেষণা রিঅ্যাক্টর ফ্যাসিলিটির সেফটি সিস্টেমের সমন্বয়সাধন, আধুনিকীকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বর্ধিতকরণ। (জুলাই ২০১৮ হইতে জুন ২০২৪)	১। রিঅ্যাক্টর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সিস্টেমের এজিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রিঅ্যাক্টরের জীবনকাল প্রায় ১৫ থেকে ২০ বছর বৃদ্ধি করা। ২। নিরাপদভাবে রিঅ্যাক্টর চালনার মাধ্যমে পারমাণবিক গবেষণা, রেডিও আইসোটোপ উৎপাদন, জনশক্তি উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ, সেবা প্রদান এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের কার্যক্রম চলমান রাখা। ৩। সায়েন্টিফিক ডিজিট ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্পেন্ট ফুয়েল স্টোরেজ ফ্যাসিলিটির ডিজাইন এবং রিঅ্যাক্টরের স্ট্রাকচার, সিস্টেম ও কম্পোনেন্টের স্ট্রেস টেস্ট বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা। ৪। প্রায় ২০০ টি স্পেন্ট ফুয়েল সংরক্ষের ক্ষমতা সম্পন্ন স্পেন্ট ফুয়েল ভান্ডার/স্টোর তৈরী করা। ৫। ডিজিটাল কন্ট্রোল কনসোল এবং অন্যান্য সিস্টেমের স্পেয়ার পার্টস ক্রয় এবং রিঅ্যাক্টর চালনা ও বিকিরণ নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।	৮৫৪৩.৫৮	১৮২৯.০০
৭	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের বিদ্যমান গামা সোর্স শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৪)	১। সাভারস্থ এইআরই'র আইআরপিটি-তে বিদ্যমান গামা বিকিরণ প্লান্ট প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে গামা সোর্সের সক্ষমতা ১০২ কিলোকিউরি থেকে ৫০০ কিলোকিউরিতে উন্নীতকরণ। ২। কমিশনের বিজ্ঞানী এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও শিক্ষার্থীদের গামা বিকিরণ প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণার সুযোগ ও প্রশিক্ষণের পরিধি বৃদ্ধিকরণ। ৩। অত্যাধুনিক গামা বিকিরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিদেশে রপ্তানীযোগ্য মসলাজাতীয় পণ্য এবং পশুখাদ্যসমূহ জীবাণুমুক্তকরণের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সরকারের অধিকতর রাজস্ব অর্জন। ৪। দেশে উৎপাদিত চিকিৎসা সামগ্রীর স্বল্প খরচে জীবাণুমুক্তকরণের সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় ও চিকিৎসা সামগ্রীর রপ্তানীর সুযোগ বৃদ্ধিকরণ। ৫। বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্যে যেমন: আলু-পেঁয়াজ-রসুন ইত্যাদি বিকিরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংরক্ষণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নসহ খাদ্যদ্রব্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। ৬। বিভিন্ন স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গামা বিকিরণ স্থাপনা পরিদর্শনের সুযোগ সৃষ্টি করে বিকিরণ প্রযুক্তি ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণা ও সচেতনতা সৃষ্টিকরণ।	৫২৩২.০০	২০৮৬.০০
৮	ইনস্টিটিউট অব টিস্যু ব্যাংকিং এন্ড বায়োমেটেরিয়াল রিসার্চ-এর সেবা ও গবেষণা সুবিধাদির আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ (জুলাই, ২০২১ হইতে জুন, ২০২৫)	১। পরমাণু প্রযুক্তি প্রয়োগে দেশে মানব স্বাস্থ্য সেবায় টিস্যু ব্যাংকিং কার্যক্রম বিস্তৃত ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে “হিউম্যান মডেল টিস্যু ব্যাংক” স্থাপন। ২। পরমাণু প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানব টিস্যুর জীবাণু সংক্রমণ বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা পরিচালনা করা। ৩। প্রস্তুতকৃত থেরাপিউটিক মানব কল্যাণে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রি-ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের মাধ্যমে গবেষণা পরিচালনা করা। ৪। ডিজনারেটিভ ডিজিজ নিরাময়ে পরমাণু প্রযুক্তি প্রয়োগে এবং বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে কৃত্রিম টিস্যু তৈরীর নিমিত্তে গবেষণা পরিচালনা করা। ৫। Biomaterials, Biomolecules এবং Mammalian Cell Culture বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ। ৬। পুনর্বাসন শল্য চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য হার্ড টিস্যু ও সফট টিস্যুর ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে অধিকতর কার্যক্রম পরিচালনা করা। ৭। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য টিস্যু সংগ্রহ, পরমাণু প্রযুক্তি দ্বারা টিস্যু প্রক্রিয়াজাতকরণ ও জীবাণুমুক্তকরণ এবং হাসপাতালসমূহে সরবরাহ কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ। ৮। Tissue/Cell Collection, Transplantation এবং Coordination বিষয়ক “Public and Professional Awareness” কার্যক্রম পরিচালনা করা।	১৭৩৮০.১৪	২৫৫৩.০০

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন মেয়াদ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	প্রাক্কালিত ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ
৯	ঢাকাস্থ পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের ৩টি বিভাগের (রসায়ন বিভাগ, স্বাস্থ্য পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, পরীক্ষণ পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ) গবেষণাগার আধুনিকায়ন ও সেবার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (জুলাই ২০২১ হইতে জুন ২০২৪)	১। নিউক্লিয়ার এবং নন-নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি আধুনিকায়নের মাধ্যমে পরমাণু শক্তি কেন্দ্র ঢাকা এর গবেষণা এবং সেবার মান উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ২। খাদ্য নিরাপত্তা ও বিকিরন নিরাপত্তা এবং মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষতিকারক মৌলের উপস্থিতি নির্ণয়ে গবেষণা ও সেবার ক্ষেত্রগুলো আধুনিকরন করা। ৩। পরিবেশের উপাদান যেমন বায়ু, মাটি, পানি এবং খাদ্য ও প্রানীজ নমুনায় ক্ষতিকারক পদার্থের উপস্থিতি ও পরিমাপ নির্ণয় ও আধুনিকরন দূষণমুক্ত পরিবেশ উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখবে। ৪। নন-ডেস্ট্রাক্টিভ টেস্টিং প্রযুক্তি, ইলেকট্রনিক্স শিল্প ও থিনফিল্ম প্রযুক্তির আধুনিককরনের মাধ্যমে গবেষণা ও সেবার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ৫। ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের উচ্চতর গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টিকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখা।	৪৪৯৮.০১	১৩৪২.০০
১০	ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) মিটফোর্ড, কুমিল্লা, ফরিদপুর, বরিশাল ও বগুড়া -এর সক্ষমতা বৃদ্ধি (জুলাই ২০২২ হইতে জুন ২০২৫)	১। ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনসাম) মিটফোর্ড, কুমিল্লা, ফরিদপুর, বরিশাল ও বগুড়া এর জন্য কিছু নতুন আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা এবং রোগীর সেবাকার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা। ২। দেশের উল্লেখিত জেলাসমূহের দরিদ্র ও সাধারণ মানুষকে ন্যূনতম খরচে সর্বশেষ এবং উন্নত পারমাণবিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা। ৩। ঢাকার বাইরে অবস্থিত পারমাণবিক চিকিৎসা ইনস্টিটিউটসমূহের রোগ নির্ণয়ে সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং রোগীর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নত করা। ৪। পারমাণবিক পদ্ধতি মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা দ্বারা দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা। ৫। সংশ্লিষ্ট ইনমাসসমূহের চিকিৎসক, পদার্থবিদ, রসায়নবিদ এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের গবেষণা কার্যক্রম সুযোগ প্রসারিত করা।	২১৪৭৯.০০	১০২০.০০
<b>(খ) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ:</b>				
১১	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পারমাণবিক নিরাপত্তা তদারকিকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিউক্লিয়ার রেগুলেটরী ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নয়ন (জুলাই ২০১৯ হইতে ডিসেম্বর ২০২৫)	১। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদানের জন্য পারমাণবিক নিরাপত্তা অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন। ২। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ সুরক্ষা নিশ্চিতরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কোড, গাইড, প্রবিধান ও স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন এবং প্রয়োগকরণ। ৩। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিভিন্ন পর্যায়ের লাইসেন্সিং/অনুমোদন সংক্রান্ত সাইট নিরাপত্তা মূল্যায়ন প্রতিবেদন, পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রতিবেদন, ভূমি স্থিতিকরণ প্রতিবেদন, ডিজাইন ডকুমেন্টেশন, প্রাথমিক নিরাপত্তা মূল্যায়ন প্রতিবেদন, চূড়ান্ত নিরাপত্তা মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং মান নিশ্চিতকরণ প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন। ৪। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ পর্যায়, LTME উৎপাদন পর্যায়, ফুয়েল উত্তোলন পর্যায়, কমিশনিং পর্যায় এবং পরিচালনা পর্যায়ে নিয়ন্ত্রক পরিদর্শন পরিচালনা। ৫। পারমাণবিক স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা। ৬। নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের জন্য নতুন ভবন নির্মাণ এবং নিয়ন্ত্রক কার্যক্রমের সহায়তার জন্য গবেষণাগার নির্মাণ। ৭। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউনিটসমূহের নিরাপত্তা বিষয়ক কাঠামো, সিস্টেম এবং উপকরণসমূহের (SSC) সমন্বয় মূল্যায়ন এবং ৮। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাইটে কর্তৃপক্ষের অফিস ও আবাসন ভবন এবং গবেষণাগার সুবিধা নির্মাণ ও উন্নয়ন।	১৭১০৬৩.০৭	১৩০৫০.০০

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন মেয়াদ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	প্রাক্কালিত ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ
<b>(গ) বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ</b>				
১২	ইনস্টিটিউট অব বায়োইকুভ্যালেন্স স্টাডিজ এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল সাইন্সেস প্রতিষ্ঠাকরণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৭ হইতে জুন ২০২৪)	১। বায়োইকুভ্যালেন্স স্টাডিজসহ ঔষধ বিষয়ক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বমানের 'ফার্মাসিউটিক্যাল সাইন্সেস ইনস্টিটিউট' স্থাপন। ২। রপ্তানি যোগ্য জেনেরিক ড্রাগ (Generic Drugs) উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্লিনিক্যাল গবেষণার (clinical research) সুবিধাদি সৃষ্টি করা। ৩। বায়োইকুভ্যালেন্স স্টাডিজ এর সুবিধাদি তৈরি করা যা উন্নততম দেশের নিয়ন্ত্রিত বাজারে ওষুধের রপ্তানির দ্বার উন্মোচন করবে। ৪। ওষুধের কাঁচামাল সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া, ওষুধ উদ্ভাবন, ওষুধের মানোন্নয়ন ইত্যাদির উপর গবেষণা ও সেবা প্রদানে সহায়তা করা ইত্যাদি।	১০৬৩২.১৫	১০১৯.০০
১৩	কেমিক্যাল মেট্রোলজি অবকাঠামো সমৃদ্ধকরণ (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী ২০১৮ হইতে ডিসেম্বর ২০২২)	১। প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনী অবকাঠামো সমৃদ্ধকরণ; ২। গবেষণা ও পরীক্ষণের মান আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রাখতে কারিগরী সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; ৩। কেলিব্রেশন সেবার পরিধি বৃদ্ধিকরণ; ৪। প্রফিসিয়েন্সি টেস্টিং/ইন্টার ল্যাবরেটরি কমপ্যারিজন সেবার পরিধি বৃদ্ধিকরণ; ৫। BIPM, APMP, EURACHEM, CITAC ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে DRiCM-এর নেটওয়ার্ক সমৃদ্ধকরণ ৬। সার্টিফিকেড রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল (CRM) উৎপাদন	১৩৪২৫.০০	২৪০৪.০০
১৪	বিসিএসআইআর-এর কাঁচ ও সিরামিক গবেষণা ও পরীক্ষণ ইনস্টিটিউট (আইজিসিআরটি) শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৮ হইতে ডিসেম্বর ২০২২)	১. প্রয়োজনীয় গবেষণা ও বিশ্লেষণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে ইনস্টিটিউটের বিদ্যমান গবেষণা ও বিশ্লেষণ কার্যক্রম উন্নতকরণ করে যুগোপযোগী করা। ২. দেশীয় কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাত করণের মাধ্যমে কাচ ও সিরামিক ক্ষেত্রের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং দেশে রপ্তানী যোগ্য অথবা আমদানী বিকল্প পণ্য উৎপাদনের জন্য শিল্প স্থাপনে সহায়তা প্রদান। ৩. সিরামিক শিল্পে ব্যবহারের জন্য জ্বালানী সাশ্রয়ী পদ্ধতির উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং শিল্প কারখানা সমূহে ব্যবহৃত কাঁচামাল এবং উৎপাদিত দ্রব্যাদির বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণ সেবা প্রদান। ৪. কাচ, সিরামিক ও মৃৎ শিল্প ক্ষেত্রের গবেষণা ও উন্নয়নে আইজিসিআরটি-তে কর্মরত বিজ্ঞানীদেরকে স্বল্প মেয়াদী বৈদেশিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ বিজ্ঞানীরূপে গড়ে তোলা। ৫. বর্জ্য দ্রব্য থেকে কাচ ও সিরামিক ক্ষেত্রের কাঁচামাল তৈরীর পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করা।	৪১৪৬.৮৪	৮২.০০
১৫	হাইড্রোজেন এনার্জি গবেষণাগার স্থাপন (২য় সংশোধিত) (অক্টোবর ২০১৮ হইতে ডিসেম্বর ২০২২)	১। হাইড্রোজেন উৎপাদন, মজুদ এবং সরবরাহ সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিশ্লেষণীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং দক্ষ জনবল তৈরী। ২। হাইড্রোজেন প্রযুক্তি গবেষণারজন্য বিশেষায়িত তিন (৩) ফ্লোর বিশিষ্ট গবেষণাগার নির্মাণ। ৩। জ্বালানী হিসাবে হাইড্রোজেন ব্যবহারের লক্ষ্যে হাইড্রোজেন উৎপাদন, পাইলট প্লান্ট স্থাপন, ফুয়েল সেল প্রস্তুতকরণ, প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় পর্যায়ে একটি রেফারেন্স সেন্টারের আঙ্গিকে সেবাদান।	৫৪৩৪.০০	৭৪২.০০
১৬	বিসিএসআইআর ঢাকা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর শুটকী মাছ প্রক্রিয়াকরণ এবং ইনডোর ফার্মিং গবেষণা সংক্রান্ত সুবিধাদি স্থাপন (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল ২০১৯ হইতে ডিসেম্বর ২০২৩)	১। বিসিএসআইআর ঢাকা ও চট্টগ্রাম গবেষণাগারে নিয়ন্ত্রিত মৎস্য চাষ প্রযুক্তি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা; ২। কীটনাশক মুক্ত মাছ, সামুদ্রিক আগাছা ইত্যাদি শুকানো ও সংরক্ষণ প্রযুক্তির উপর গবেষণা করা; ৩। ক্লোজট কনটেইনমেন্টে একুয়াকালচার পদ্ধতিতে স্বল্প জায়গায় রপ্তানিমুখী চিংড়ি, কোরাল মাছ ইত্যাদি উৎপাদন কলাকৌশলের উপর গবেষণা করা এবং এ শিল্প প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তাদের পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান। ৪। পানির পূর্ণ ব্যবহার করে (re-circulated aquaculture system) দেশীয় মাছ ও পোনা তৈরির কলাকৌশলের উপর গবেষণা করা; ৫। অনু-শৈবাল, কপিপড, সামুদ্রিক আগাছা, সী-ভেজিটেবল ইত্যাদির উৎপাদন ও পরিশোধন ব্যবস্থার উপর গবেষণা করা।	৮৯০০.০০	৩১১৩.০০



ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন মেয়াদ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	প্রাক্কালিত ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ
১৭	ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনী-বিসিএসআইআর (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৯ হইতে জুন ২০২৪)	১। বিজ্ঞান মনস্ক জাতি গঠনে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট বিজ্ঞান শিক্ষা জনপ্রিয়করণ। ২। ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনীর মাধ্যমে রিমোট ও অনগ্রসর স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে ধাপে ধাপে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান বিষয়ক ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন ও বাস্তব প্রশিক্ষণ। ৩। বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষামূলক কার্যক্রম ইন্টারনেটের মাধ্যমে রিমোট এরিয়ার স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট বিজ্ঞান শিক্ষা সম্প্রসারণ ও বিজ্ঞান গবেষণায় উদ্বুদ্ধকরণ।	২৬৪৫.০০	১৮৭.০০
১৮	আইএফএসটি এর খাদ্য পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ গবেষণার প্রায়োগিক ক্ষমতা উন্নয়ন (এপ্রিল ২০২১ হইতে মার্চ ২০২৪)	১। উন্নত সংবেদনশীল খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ যন্ত্র ক্রয়ের মাধ্যমে একটি আধুনিক গবেষণাগার স্থাপন। ২। আইএফএসটি এর ভৌত ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি। ৩। শিল্প কারখানায় উৎপাদিত খাদ্য পণ্যের গুণগত মান ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিশ্লেষণ সুযোগ সৃষ্টি। ৪। মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে গবেষণার মান উন্নীতকরণ। ৫। শিল্প উদ্যোক্তাদের স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্পন্ন খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান।	৪৮৪৮.৬৮	২৫৮৪.০০
১৯	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের উন্নয়ন ও ই-ওয়েস্ট প্রক্রিয়াকরণের সুবিধাদি সৃষ্টি (জানুয়ারী, ২০২২ হইতে জুন, ২০২৪)	১। দেশের হালকা ও মাঝারী প্রকৌশল খাতের সেবা দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম-এ 'লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং উন্নয়ন কেন্দ্র' স্থাপন; বিসিএসআইআর, রাজশাহী, আইএমএমএম, জয়পুরহাট ও চামড়া গবেষণা কেন্দ্র, সাভার -এ 'ই-ম্যাটেরিয়ালস কেন্দ্র' স্থাপন। ২। বিসিএসআইআর, ঢাকা ক্যাম্পাসে ই-ম্যাটেরিয়ালস কেন্দ্র এবং ই-বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা। ৩। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শিল্প-কারখানার মাধ্যমে উৎপাদিত কন্সট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল (স্টিল, কনক্রিট, সিমেন্ট ইত্যাদি), লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের উৎপাদিত পণ্য (স্পেয়ার পার্টস, ইত্যাদি) এবং ইলেকট্রিক্যাল ম্যাটেরিয়াল (কেবলস, ইনসুলেটর ইত্যাদি) এর মানোন্নয়নের জন্য বিশেষায়িত গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা। ৪। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং যৌথ গবেষণা।	৫৭৫০.০০	২১৭৮.০০

**(ঘ) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর:**

২০	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র স্থাপন (জুলাই ২০২১ হইতে ডিসেম্বর ২০২৪)	১। কর্কট ক্রান্তি রেখা ও ৯০ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমার সংযোগ স্থলে একটি মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য মহাকাশ পর্যবেক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা। ২। মহাকাশ বিজ্ঞান চর্চার প্রসারে তথা বিজ্ঞানমনস্কতা সৃজনে উৎসাহিতকরণ। ৩। শিক্ষাবান্ধব বিনোদনের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃজন করা। ৪। শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য মহাকাশ গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা।	২১৩৩৮.৫৬	৬৪৯.০০
----	--	---	----------	--------

**(ঙ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার**

২১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, রাজশাহী স্থাপন (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৭ হইতে ডিসেম্বর ২০২৩)	১। রাজশাহীতে একটি আধুনিক নভোথিয়েটার স্থাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে মহাকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়াদি অবহিত করে বিজ্ঞানমনস্ক ইতিবাচক সমাজ গঠনে সহায়তা করা। ২। শিক্ষা-বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করে স্কুলগামী শিক্ষার্থী ও তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষায় উৎসাহিত করা। ৩। মহাকাশ বিষয়ক গবেষণার সুযোগ সৃষ্টিসহ ডিজিটাল ও সাইন্টিফিক প্রদর্শনীবস্ত্র প্রদর্শনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে রাজশাহী নভোথিয়েটারকে একটি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা-বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে তৈরি করা।	২৫২৬০.০০	১০৭৫১.০০
----	--	--	----------	----------

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন মেয়াদ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	প্রাক্কালিত ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ
২২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, বরিশাল স্থাপন (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০২০ হইতে ডিসেম্বর ২০২৩)	১। বরিশালে একটি আধুনিক নভোথিয়েটার স্থাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে মহাকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়াদি অবহিত করে বিজ্ঞানমনস্ক ইতিবাচক সমাজ গঠনে সহায়তা করা। ২। শিক্ষা-বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করে স্কুলগামী শিক্ষার্থী ও তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষায় উৎসাহিত করা। ৩। মহাকাশ বিষয়ক গবেষণার সুযোগ সৃষ্টিসহ ডিজিটাল ও সাইন্টিফিক প্রদর্শনীবস্তু প্রদর্শনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বরিশাল নভোথিয়েটারকে একটি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা-বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে তৈরি করা।	৪১২০০.০০	৫২৬০.০০
২৩	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, রংপুর স্থাপন (জুলাই ২০২১ হইতে জুন ২০২৪)	১। রংপুরে একটি আধুনিক নভোথিয়েটার স্থাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে মহাকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়াদি অবহিত করে বিজ্ঞানমনস্ক ইতিবাচক সমাজ গঠনে সহায়তা করা। ২। শিক্ষা-বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করে স্কুলগামী শিক্ষার্থী ও তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষায় উৎসাহিত করা। ৩। মহাকাশ বিষয়ক গবেষণার সুযোগ সৃষ্টিসহ ডিজিটাল ও সাইন্টিফিক প্রদর্শনীবস্তু প্রদর্শনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে রংপুর নভোথিয়েটারকে একটি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা-বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে তৈরি করা।	৪১৭৬৫.০০	২০০০.০০
২৪	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, খুলনা স্থাপন (জানুয়ারি ২০২২ হইতে ডিসেম্বর ২০২৪)	১। খুলনায় একটি আধুনিক নভোথিয়েটার স্থাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে মহাকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়াদি অবহিত করে বিজ্ঞানমনস্ক ইতিবাচক সমাজ গঠনে সহায়তা করা। ২। শিক্ষা-বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করে স্কুলগামী শিক্ষার্থী ও তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষায় উৎসাহিত করা। ৩। মহাকাশ বিষয়ক গবেষণার সুযোগ সৃষ্টিসহ ডিজিটাল ও সাইন্টিফিক প্রদর্শনীবস্তু প্রদর্শনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে খুলনা নভোথিয়েটারকে একটি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা-বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে তৈরি করা।	৫৫৩৮৪.০০	৩৫.০০
<b>(চ) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি</b>				
২৫	জাতীয় জীন ব্যাংক স্থাপন (মার্চ ২০১৮ হইতে জুন ২০২৫)	১। কৌলিসম্পদসমূহ কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো স্থাপন; ২। কৌলিসম্পদসমূহের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের জন্য আধুনিক সুবিধা সম্বলিত গবেষণাগার স্থাপন; ৩। ডাটাবেজ প্রণয়ন ও সংরক্ষণের সুবিধাদি সৃজন; ৪। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে জীন ব্যাংক পরিচালনার নীতিমালা প্রণয়ন।	৫০৪০০.০০	১২২০৬.০০
২৬	সেন্টার ফর নেস্টেট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং এন্ড এনালাইটিকস স্থাপন (জুলাই ২০২১ হইতে জুন ২০২৪)	১। মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াসহ অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ জীবসম্পদের জিনোম সিকোয়েন্সের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক জিনোম সিকোয়েন্সিং, তথ্য বিশ্লেষণ ও তথ্য সংরক্ষণাগার সুবিধাদি গড়ে তোলা; ২। উচ্চতর জিনোম সিকোয়েন্সিং এবং তথ্য বিশ্লেষণের জন্য এনআইবিতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা।	৪৪৭৯.৮০	২৬৭২.০০
২৭	এস্টাবলিশমেন্ট অব অ্যাডভান্সড ল্যাবরেটরি ফ্যাসিলিটিস ফর ট্রান্সজেনিক এন্ড স্পেস রিসার্চ (জুলাই ২০২১ হইতে জুন ২০২৪)	১। ট্রান্সজেনিক ফসলের জাত উদ্ভাবন ও মান নিয়ন্ত্রণ, জিএমও সার্টিফিকেশন এবং মহাকাশ জীববিজ্ঞান গবেষণার সকল মলিকুলার এবং ফিজিওলজিক্যাল পরীক্ষার নিমিত্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রোটিনোমিক্স এবং মেটাবোলমিক্স গবেষণাগার গড়ে তোলা; ২। ফাংশনাল জিনোমিক্স, প্রোটিনোমিক্স এবং মেটাবোলমিক্স গবেষণায় এনআইবিতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা।	৩০২৫.১০	১১৪৪.০০

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন মেয়াদ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ	প্রাক্কালিত ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ
<b>(ছ) সংস্থা: পারমাণবিক নিরাপত্তা ও ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা সেল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী</b>				
২৮	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা ও ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা (চচকা) নির্মাণ (অক্টোবর ২০১৯ হইতে ডিসেম্বর ২০২৪)	১। ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা (PPS - Physical Protection System) বাস্তবায়নের মাধ্যমে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ২। নিরাপদ ও সুরক্ষিত পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা। ৩। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য Design Basis Threat (DBT) এবং DBT এর বাইরের হুমকিসমূহ মোকাবেলাকরণ। ৪। পারমাণবিক নিরাপত্তা সংস্কৃতি (Nuclear Security Culture) প্রতিষ্ঠাকরণ। ৫। নিউক্লীয় পদার্থের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ (Nuclear Materials Accountancy and Control) প্রতিষ্ঠাকরণ। ৬। কম্পিউটার/সাইবার নিরাপত্তা ও সংবেদনশীল তথ্যের ব্যবস্থাপনা (Computer/Cyber Security and Management of Sensitive Information) নিশ্চিতকরণ।	৩৪৪৯০৫.২৭	১৭০১.০০
<b>(জ) বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট:</b>				
২৯	বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট (২য় পর্যায়) (এপ্রিল ২০২২ হইতে মার্চ ২০২৫)	দেশের সমুদ্র গবেষণার পূর্ণাঙ্গ সক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) উন্নয়নে সফলতা অর্জন করা। ১। আন্তর্জাতিক মানের ওশানোগ্রাফি ল্যাবরেটরি তৈরি করা ও ল্যাবরেটরিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে সমুদ্র গবেষণার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ২। গবেষণা কাজের কলেবর বৃদ্ধির জন্য বিদ্যমান মূল ভবনের সম্প্রসারণ, ওশান অবজারভেশন সিস্টেম স্থাপন, মেরিন বায়োলজিক্যাল কালচার ইউনিট তৈরি, ওশান ইকুইপমেন্ট ওয়ার্কশপ স্থাপন ও আনুষঙ্গিক অবকাঠামো তৈরির মাধ্যমে গবেষণার পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করা। ৩। সামুদ্রিক সম্পদ অন্বেষণ ও গবেষণার নমুনা সংগ্রহ করার জন্য স্যাম্পল কালেকটিং বোট (স্মল রিসার্চ বেসেল) সংগ্রহ করা। ৪। সমুদ্র গবেষণা বিষয়ে কারিগরি ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে হোস্টেল ও প্রশিক্ষণ সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে ওশানোগ্রাফি ও মেরিন সাইন্স বিষয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা।	৪৪৩৯৪.০০	১৪৬৬.০০
৩০	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য এক্সটার্নাল টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন (এপ্রিল ২০২২ হইতে মার্চ ২০২৪)	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ সংযোগ নিশ্চিতকরণার্থে ডেডিকেটেড ফাইবার অপটিক ট্রান্সমিশন লিংক ও মাইক্রোয়েভ লিংক স্থাপন	৩৭৮৮৪.০০	৬০০.০০

কোনটা বাদ পড়ছে কিনা; বাদ পড়লে যোগ করতে হবে;

২০২২-২৩ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা:

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল
১।	দেশের ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) স্থাপন (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২৩)
২।	রেডিওথেরাপি, ডায়াগনস্টিক রেডিওলজি ও নিউট্রন ক্রমাংকন ও মান নিয়ন্ত্রণের সুবিধাদি স্থাপন (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩)
৩।	ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স এর গবেষণাগার সুবিধা উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২২)
৪।	কেমিক্যাল মেট্রোলজি অবকাঠামো সমৃদ্ধকরণ (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২২)
৫।	বিসিএসআইআর-এর কাচ ও সিরামিক গবেষণা ও পরীক্ষণ ইনস্টিটিউট (আইজিসিআরটি) শক্তিশালীকরণ (জুলাই, ২০১৮ হইতে ডিসেম্বর ২০২২)
৬।	হাইড্রোজেন এনার্জি গবেষণাগার স্থাপন (২য় সংশোধিত) (অক্টোবর ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২২)

## So.0 Sustainable Development Goal (SDG) Action Plan, Ministry of Science and Technology

SDG Targets	SDG Indicators	Lead/Co-Lead Ministry (ies)/ Division(s)	Associate Ministry (ies)/ Division(s)	Targets of 8 <sup>th</sup> FYP related to SDG Targets (aligning with column 1)	Projects / Programme (undertaken/ to be undertaken) to achieve 8 <sup>th</sup> FYP Goals/ Targets		Actions/Projects to be undertaken beyond 8 <sup>th</sup> FYP Period (FY2026-2030)	Policy/ Strategy Formulation/ updating of, if any	Remarks	
					Project Title and Period	Cost in BDT (Million)				
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7	8	9	
9.5 Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial sectors in all countries, in particular developing countries, including, by 2030, encouraging innovation and substantially increasing the number of research and development workers per 1 million people and public and private research and development spending	9.5.1 Research and development expenditure as a proportion of GDP	<i>Lead:</i> MoST <i>Co-Lead:</i> MoA	MoE; MoInd; MoFL; SID; ICTD; Prog.Div.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allocate adequate resources to continue expansion of existing infrastructure for ICT growth, science and technology and research and development.</li> <li>Adopt a grant program to facilitate advanced research in all high priority fields, but especially in science and technology.</li> <li>Provide funding for R&amp;D in ICT and Science and Technology.</li> </ul>	1. Establishment of Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences (INMAS) at 8 Medical Collage Hospital Campuses in the country (July 2017-June 2023)	6222.8	1. Establishment of Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences (INMAS) at 4 Medical Collage Hospital Campuses in the country.  2. Establishment of Genome Sequencing Facilities at NINMAS, Dhaka and INMAS, Chittagong.  3. Capacity Building and Strengthening of Atomic Energy Centre, Chattogram.	1. Policy for Managing of National Gene Bank.  2. Bangladesh Oceanographic Research Institute (BORI) Higher Education Policy, 2023  3. Bangladesh Oceanographic Research Institute (BORI) Research Fellowship Policy, 2023	Bangladesh Atomic Energy Commission will implement	
					2. Establishment of Calibration and Quality Control Facilities for Radiotherapy, Diagnostic Radiology and Neutron (July 2018-June 2023)	485.7				
					3. Establishment of Cyclotron & PET-CT at Institute of Nuclear Medicine & Allied Sciences (INMAS) Mymensingh & Chattogram and Cyclotron Facilities at Institute of Nuclear Medical Physics (INMP), Savar (July 2018-June 2023)	7030.0				
					4. Balancing, Modernization, Refurbishment and Extension (BMRE) of Safety Systems of the 3 MW TRIGA Mark-II Research Reactor Facility at AERE, Savar, Dhaka (July 2018-June 2024)	454.4				
					5. Strengthening of existing gamma source of Bangladesh Atomic Energy Commission (January 2021-June 2023)	467.0				
					6. Modernization and Strengthening of Services and Research Facilities to Tissue Banking and Biomaterial Research (July 2021-June 2025)	1738.0				
					7. Establishment of Institute of Nanotechnology (July 2022-December 2025)	3891.2				
					1. Establishment of Institute of Bioequivalence Studies and Pharmaceutical Sciences (July 2017-June 2023)	1063.2				1. Establishment of BCSIR Laboratories, Gopalganj.  2. Strengthening the research and development activities of existing government agency
	2. Augmentation of Chemical Metrology Infrastructure (January 2018-December 2022)	1342.5								
	3. Establishment of Hydrogen Energy laboratory (October 2018-December 2022)	543.5								
	9.5.2 Researchers (in full-time equivalent) per million inhabitants	<i>Lead:</i> MoST <i>Co-Lead:</i> MoA	MoE; MoInd; MoFL; SID; ICTD; Prog.Div.							

SDG Targets	SDG Indicators	Lead/Co-Lead Ministry (ies)/ Division(s)	Associate Ministry (ies)/ Division(s)	Targets of 8 <sup>th</sup> FYP related to SDG Targets (aligning with column 1)	Projects / Programme (undertaken/ to be undertaken) to achieve 8 <sup>th</sup> FYP Goals/ Targets		Actions/Projects to be undertaken beyond 8 <sup>th</sup> FYP Period (FY2026-2030)	Policy/ Strategy Formulation/ updating of, if any	Remarks
					Project Title and Period	Cost in BDT (Million)			
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7	8	9
					4. Establishment of Research Facilities on Processing of Safe and Healthy Dry Fish and Indoor Farming at BCSIR Centre in Dhaka and Chattogram (April 2019-December 2023)	890.0	(BCSIR) to improve the leather sector for the development of Bangladesh.		
					5. Augmentation of Technical Competency for Food Product Processing Research of IFST (April 2021-March 2024)	484.9	3. Upswing the Energy Research Facilities of BCSIR 4. Strengthening Industrial Biology Laboratory at BCSIR.		
					1. Establishment of National Gene Bank (March 2018-June 2024)	504.0	Establishment of Biotechnology Incubator.		National Institute of Biotechnology will implement
					2. Establishment of Next Generation Sequencing and Analytics (July 2021-June 2023)	448.0			
					3. Establishment of advanced laboratory facilities for transgenic and space research (July 2021-June 2023)	302.5			
					Bangladesh Oceanographic Research Institute (2 <sup>nd</sup> Phase) (April 2022-March 2025)	4439.4	Establishment of Marine Aquarium.		Bangladesh Oceanographic Research Institute will implement.
9.b Support domestic technology development, research and innovation in developing countries, including by ensuring a conducive policy environment for, inter alia, industrial diversification and value addition to commodities	9.b.1 Proportion of medium and high-tech industry value added in total value added	Lead: ICTD Co-Lead: MoST	BD; ERD; LGD; MoA; MoHPW; MoInd; MoR; MoS; PID; RTHD; MoInd MoTJ; SID		1. Establishment of Institute of Bioequivalence and Pharmaceutical Sciences (July 2017-June 2023)	1063.2	1. Establishment of BCSIR Laboratories, Gopalganj.		Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research will implement
					2. Augmentation of Chemical Metrology Infrastructure (January 2018-December 2022)	1342.5	2. Strengthening the research and development activities of existing government agency (BCSIR) to improve the leather sector for the development of Bangladesh.		
					3. Establishment of Hydrogen Energy laboratory (October 2018-December 2022)	543.5	3. Upswing the Energy Research Facilities of BCSIR		
					4. Establishment of Research Facilities on Processing of Safe and Healthy Dry Fish and Indoor Farming at BCSIR Centre in Dhaka and Chattogram (April 2019-December 2023)	890.0	4. Strengthening Industrial Biology Laboratory at BCSIR.		
					5. Augmentation of Technical Competency for Food Product Processing Research of IFST (April 2021-March 2024)	484.9			

SDG Targets	SDG Indicators	Lead/Co-Lead Ministry (ies)/ Division(s)	Associate Ministry (ies)/ Division(s)	Targets of 8 <sup>th</sup> FYP related to SDG Targets (aligning with column 1)	Projects / Programme (undertaken/ to be undertaken) to achieve 8 <sup>th</sup> FYP Goals/ Targets		Actions/Projects to be undertaken beyond 8 <sup>th</sup> FYP Period (FY2026-2030)	Policy/ Strategy Formulation/ updating of, if any	Remarks
					Project Title and Period	Cost in BDT (Million)			
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7	8	9
14.a Increase scientific knowledge, develop research capacity and transfer marine technology, taking into account the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology, in order to improve ocean health and to enhance the contribution of marine biodiversity to the development of developing countries, in particular small island developing States and least developed countries.	14.a.1 Proportion of total research budget allocated to research in the field of marine technology	Lead: MoST Co-Lead: MoS	MoD; SHED; TMED; MoFL; MoFA; PSD; FD		Bangladesh 4439.4 Oceanographic Research Institute (2 <sup>nd</sup> Phase) (April 2022-March 2025)		Establishment of Marine Aquarium.		Bangladesh Oceanographic Research Institute will implement.

## বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	গুরুত্ব সূচক/ মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২৩	১ম ত্রৈমাসিক	২য় ত্রৈমাসিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণায় সহায়তা প্রদান	১.১ ফেলোশিপ প্রদান	১.১.১ প্রদত্ত ফেলোশিপ [শাখা-৯]	সংখ্যা	৪	৩০০০	-	-
	১.২ প্রদানকৃত ফেলোশিপ-এর ফলোআপ	১.২.১ তদারকি/অগ্রগতি প্রতিবেদন [শাখা-৯]	সংখ্যা	২	৩০০	-	-
	১.৩ গবেষণা অনুদান প্রদান	১.৩.১ অনুদানপ্রাপ্ত গবেষক [শাখা-৯+১২]	সংখ্যা	৪	৬৭০ [৪২০+২৫০]	-	-
	১.৪ প্রদানকৃত অনুদান-এর ফলোআপ	১.৪.১ তদারকি /অগ্রগতি প্রতিবেদন [শাখা-৯+১২]	সংখ্যা	২	৮০ [৬০+২০]	-	-
	১.৫ বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ প্রদান	১.৫.১ প্রদত্ত ফেলোশিপ [ট্রাস্ট]	সংখ্যা	৩	৫০	-	-

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	গুরুত্ব সূচক/মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২৩	১ম ত্রৈমাসিক	২য় ত্রৈমাসিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	১.৬ প্রদানকৃত ফোলোশিপ-এর ফলোআপ	১.৬.১ তদারকি /অগ্রগতি প্রতিবেদন [ট্রান্সট]	সংখ্যা	১	৩০	-	-
	১.৭ থিসিস/রিপোর্ট সম্পাদনে গবেষণা সহায়তা	১.৭.১ সম্পাদিত থিসিস/রিপোর্ট [বাপশক+বিসিএসআইআর+এনআইবি]	সংখ্যা	২	৪২+১৯০+৮ =২৪০	১০+৯৯+২ =১১১	১২+৩৪+২ = ৪৮
	১.৮ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	১.৮.১ প্রত্যেক কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত [শাখা-১৩]	জনঘন্টা	২	৫০	১৫	২০
২. আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিবেশবান্ধব ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন	২.১ বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন	২.১.১ চলমান গবেষণা প্রকল্প ও অগ্রগতি প্রতিবেদন [বিসিএসআইআর]	সংখ্যা	১	১২৫	৭৫	৬৪
		২.১.২ সমাপ্য গবেষণা প্রকল্প ও সমাপনী প্রতিবেদন [বিসিএসআইআর]	সংখ্যা	১	৭১	-	-
	২.২ গবেষণালব্ধ ফলাফল স্টেক হোল্ডারদের অবহিতকরণ	২.২.১ আয়োজিত, সেমিনার ও কর্মশালা [BAEC+BCSIR+NIB+বিওপ্র ম]	সংখ্যা	২	৫+১২+২+ =২১	২+০+০+০ = ২	০+৬+১ +০=৭
	২.৩ সমুদ্র সম্পর্কিত রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প গ্রহণ ও গবেষণা	২.৩.১ গৃহীত আরএন্ডডি প্রকল্প [BORI]	সংখ্যা	১	৫	-	৭
		২.৩.২ আরএন্ডডি প্রকল্পের ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত [BORI]	তারিখ	১	৩১.০৫.২০২৩	-	-
	২.৪ বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তরযোগ্যকরণ	২.৪.১ গৃহীত প্রসেস [বিসিএসআইআর]	সংখ্যা	২	২৫	৮	৪
		২.৪.২ দাখিলকৃত পেটেন্ট [বিসিএসআইআর]	সংখ্যা	১	১৫	৮	১
	২.৫ প্রযুক্তি/পদ্ধতি ইজারা প্রদান এবং সেবাচুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	২.৫.১ প্রযুক্তি/ পদ্ধতি ইজারা প্রদানকৃত এবং সেবাচুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত [বিসিএসআইআর]	সংখ্যা	১	২০	৩	৭
	২.৬ নমুনা বিশ্লেষণ ও কারিগরি সেবা প্রদান	২.৬.১ প্রদত্ত বিশ্লেষণ সেবা [বিসিএসআইআর]	কর্মদিবস	১	১০	১০	১০
	২.৭ ডিএনএ সিকোয়েন্সিং সেবা প্রদান	২.৭.১ প্রদত্ত ডিএনএ সিকোয়েন্সিং সেবা [এনআইবি]	কর্মদিবস	১	৭	৫	৫
২.৮ ট্যাক ডিএনএ পলিমায়েজ এনজাইম উৎপাদন	২.৮.১ উৎপাদিত ট্যাক ডিএনএ পলিমায়েজ এনজাইম [এনআইবি]	সংখ্যা (আইইউ)	১	৩৩০০০	৭৭০০	৭৮০০	
২.৯ সরকারি কর্মচারীদের সক্ষমতা উন্নয়ন (সাময়িক বিষয় নিয়ে বিশেষ লার্নিং সেশন আয়োজনসহ) সংক্রান্ত কার্যক্রম	২.৯.১ সরকারি কর্মচারীদের সক্ষমতা উন্নয়ন (সাময়িক বিষয় নিয়ে বিশেষ লার্নিং সেশন আয়োজনসহ) সংক্রান্ত কার্যক্রম [শাখা-১৩]	সংখ্যা	২	৪	-	-	
৩. বিজ্ঞান ও যুক্তি জনপ্রিয়করণ	৩.১ ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন	৩.১.১ আয়োজিত প্রদর্শনী [জাদুঘর]	সংখ্যা	৩	৩৩০	৭৫	৭৯
	৩.২ বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনার, বক্তৃতামালা ও কর্মশালা আয়োজন	৩.২.১ আয়োজিত সেমিনার, বক্তৃতামালা ও কর্মশালা [বাপশক+ BCSIR+ এনআইবি+ জাদুঘর+বাসডক+বায়রা]	সংখ্যা	২	২৭+১২০+ ২+২৩+১৪ +৬ = ১৯২	১১+৫০+০ +৭৫+২+১ =১৩৯	১১+৪০ +১+১৮ +৩+৭+১ = ২৪৩
		৩.৩ বিজ্ঞানবিষয়ক মেলা, অলিম্পিয়াড, চিত্রাঙ্কন, কুইজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন	৩.৩.১ আয়োজিত মেলা, অলিম্পিয়াড [জাদুঘর+বিসিএসআইআর]	সংখ্যা	১	১১৩০+৫ =১১৩৫	৮+০ = ৮
	৩.৩.২ আয়োজিত চিত্রাঙ্কন, কুইজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা [জাদুঘর]		সংখ্যা	১	৫৭০	৬৭	৪৪০
	৩.৪ বিজ্ঞানবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ	৩.৪.১ সেবাগ্রহীতা/ সুবিধাভোগী [ব্যাপডক]	সংখ্যা (হাজার)	১	১৭.০০০	১১.৪৪৪	৫.৪৩৯
	৩.৫ বিনোদনমূলক শিক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও মহাকাশবিষয়ক ডিজিটাল	৩.৫.১ দর্শনার্থী [নভোথিয়েটার]	সংখ্যা (লক্ষ)	২	১.০০	০.৪৪৯১৯	০.৬২৫১৪

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	গুরুত্ব সূচক/মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২৩	১ম ত্রৈমাসিক	২য় ত্রৈমাসিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
	ফিল্ম এবং বিভিন্ন প্রদর্শনী বস্তুর প্রদর্শন							
	৩.৬ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনীবস্তু প্রদর্শন	৩.৬.১ দর্শনার্থী [জাদুঘর]	সংখ্যা (হাজার)	২	১২০	২৪.৮৪২	৪৮.২৮১	
	৩.৭ স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের সাভারস্থ এইআরই এর বিভিন্ন গবেষণাগার পরিদর্শনের ব্যবস্থা ও বঙ্গবন্ধুবিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন	৩.৭.১ আয়োজিত প্রতিযোগিতা [বাপশক]	সংখ্যা	১	৪	১	১	
৪. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রসারে অবকাঠামো উন্নয়ন	৪.১ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মূল পর্যায়ের নির্মাণ কার্যক্রম	৪.১.১ ভৌত অগ্রগতি [বাপশক]	% (ফ্রেমপঞ্জিভূত)	২	১২	২.৮০	২.৯৫	
		৪.১.২ পরিদর্শন [সচিবালয়]	সংখ্যা	২	৪	-	-	
	৪.২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, রাজশাহী স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম	৪.২.১ ভৌত অগ্রগতি [নভোথিয়েটার]	% (ফ্রেমপঞ্জিভূত)	১	২০	৬	৪	
		৪.২.২ পরিদর্শন [সচিবালয়]	সংখ্যা	১	২	-	১	
	৪.৩ ইনিষ্টিটিউট অব বায়োইকুভ্যালেন্স স্টাডিজ এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল সাইন্সেস প্রতিষ্ঠাকরণ।	৪.৩.১ ভৌত অগ্রগতি [বিসিএসআইআর]	% (ফ্রেমপঞ্জিভূত)	১	২৫	১৫	-	
		৪.৩.২ পরিদর্শন [সচিবালয়]	সংখ্যা	১	২	-	-	
	৪.৪ “জাতীয় জীনব্যাংক স্থাপন” শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ	৪.৪.১ ভৌত অগ্রগতি [এনআইবি]	% (ফ্রেমপঞ্জিভূত)	১	৭০	১৪	১৪	
		৪.৪.২ পরিদর্শন [সচিবালয়]	সংখ্যা	১	২	-	-	
	৪.৫ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, বরিশাল স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম	৪.৫.১ ভৌত অগ্রগতি [নভোথিয়েটার]	% (ফ্রেমপঞ্জিভূত)	১	২৫	৩	৮	
		৪.৫.২ পরিদর্শন [সচিবালয়]	সংখ্যা	১	৪	-	-	
	৫. পরমাণু শক্তির নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	৫.১ সাধারণ ও রেডিও-আইসোটোপ ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান	৫.১.১ সেবা গ্রহীতা [বাপশক]	সংখ্যা (লক্ষ)	২	৩.১০	১.৬৩৯ ০৩	১.১১৯২৬
		৫.২ আমদানি ও রপ্তানিকৃত খাদ্যদ্রব্যের তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা নিরূপণ	৫.২.১ তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা নিরূপিত সেবা [বাপশক]	কর্মদিবস	৩	২	২	২
৫.৩ বিকিরণ কর্মীর শরীরে প্রাপ্ত বিকিরণ মাত্রা নিরূপণ			৫.৩.১ টিএলডি সেবা [বাপশক]	কর্মদিবস	১	৪	৪	৪
৫.৪ নিউক্লিয় ও বিকিরণ স্থাপনাসমূহ পরিচালনা সংক্রান্ত অনুমোদন		৫.৪.১ স্থাপনার জন্য আমদানি/ রপ্তানিকৃত বিকিরণ উৎসের প্রদত্ত অনুমোদন [কর্তৃপক্ষ]	কর্মদিবস	১	৩০	৩০	৩০	
		৫.৫ বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তাদের সনদ প্রদান	৫.৫.১ ইস্যুকৃত আর সি ও সনদ [কর্তৃপক্ষ]	কর্মদিবস	১	৪৫	৪৫	৪৫
৫.৬ নিউক্লিয় ও বিকিরণ স্থাপনাসমূহের নিয়ন্ত্রণমূলক পরিদর্শন		৫.৬.১ নিয়ন্ত্রণমূলক পরিদর্শন [কর্তৃপক্ষ]	সংখ্যা	২	১৫১	৪৮	৪০	



মন্ত্রণালয় /বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩  
 মন্ত্রণালয় /বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নাম: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩					অর্জিত মান	
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার		মোট অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
<b>১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা.....</b>												
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	১	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	৪	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	৪	১
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৪	%	সংস্থা/শাখা/ অধিশাখা	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১০০% ১০০%	১০০% ১০০%	১০০% ১০০%	১০০% ১০০%	১০০%	৪
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	৪	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১ ১		১ ১		২	৪
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণ আয়োজিত	২	সংখ্যা	শাখা-১৩	১৫২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৬৯ ৬৯	৩৯ ৩৯	৪৪ ৪৪		১৫২	২
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইডুজ্জ অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ/ নথি বিনষ্টকরণ/ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা ইত্যাদি)	উন্নত কর্ম-পরিবেশ	২	সংখ্যা ও তারিখ	শাখা-১ এবং শাখা-৪	২টি ০৭.০৮.২০২২ ও ২৯.১২.২০২২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	০৭.০৮. ২০২২ ০৪.০৮. ২০২২	২৯.১২. ২০২২ ২৯.১২. ২০২২			২	২
১.৬ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪	তারিখ	ফোকাল পয়েন্ট	২০.১০.২০২২ ২২.০১.২০২৩ ও ২০.০৪.২০২৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন		২০.১০. ২০২২ ১৬.১০. ২০২২	২২.০১. ২০২৩ ১৯.০১. ২০২৩	২০.০৪. ২০২৩ ১৩.০৪. ২০২৩	৩	৪
<b>২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন .....</b>												
২.১ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	শাখা-০৪ অধিশাখা-১৬	৩১.০৭.২০২২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৩১.০৭. ২০২২ ১৮.০৭. ২০২২				১৮.০৭. ২০২২	২
২.২ অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজসও এবং উন্নয়ন বাজেটের)	ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	২	%	শাখা-০৪	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	২৫% ২৫%	৫৫% ৫৫%	৮০% ৮০%	১০০% ১০০%	১০০%	২
২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৩	%	অধিশাখা-১৬	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	০৪% ৬.৪%	১৮% ১৮%	৪৭% ৪৯.৭%	১০০% ৯০.০৩%	৯০.০৩%	২.৭

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩					মোট অর্জন	অর্জিত মান
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
	বাস্তবায়িত											
২.৪ প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	৩	সংখ্যা	অধিশাখা- ১৬	৫০ (PSC)	লক্ষ্যমাত্রা	১৩(PSC)	১৩(PSC)	১২(PSC)	১২(PSC)	৫০	৩
						অর্জন	১৩	১৩	১২	১২		
২.৫.১ নবজাতকের মধ্যে জন্মগত হাইপোথাইরয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প	প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	৩	তারিখ	অধিশাখা- ১৬	৩০.০৬. ২০২৩	লক্ষ্যমাত্রা				৩০.০৬. ২০২৩	২০.১১ ২০২২	৩
						অর্জন		২০.১১ ২০২২				
২.৫.২. জনসাধারণ ও পরিবেশের	প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক	২	তারিখ	অধিশাখা- ১৬	৩০/০৬/ ২০২৩	লক্ষ্যমাত্রা				৩০.০৬. ২০২৩	০৮.১২ ২০২২	২
						অর্জন		০৮.১২				

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩						মোট অর্জন	মোট অর্জন মান
						১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার		
১ পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ সুরক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ	হস্তান্তরিত	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
<b>৩. শুল্কচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম..... ১৮ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১ নং সহ ন্যূনতম চারটি কার্যক্রম)</b>													
৩.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	তারিখ	৩	সংখ্যা	শাখা-০৪	২৯.৬.২০২৩	লক্ষ্যমাত্রা				২৯.৬.২০২৩	২৬.০৬. ২০২৩	৩	
৩.২ ডিজিটাল হাজারি নিশ্চিতকরণ	উপস্থিতি	৫	%	আইসিটি শাখা	৮০%	লক্ষ্যমাত্রা	৮০%	৮০%	৮০%	৮০%	৮০%	৫	
৩.৩ স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনীর তদারকি	তদারকি প্রতিবেদন	৫	সংখ্যা	অধিশাখা- ৩৫	১০	লক্ষ্যমাত্রা				১০	১০	৫	
৩.৪ প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্পে অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রকল্প পরিচালকগণের নিকট হতে বিলের সাথে ৩০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নির্ধারিত অঙ্গীকারনামা গ্রহণ	অঙ্গীকারনামা	৫	%	শাখা-১২	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা				৩০.০৪. ২০২৩	৩০.০৪. ২০২৩	৫	
											মোট	৪৯.৭	